১০.৮ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ লোকসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, প্রতিবার্তা

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. লোক সংস্কৃতির লক্ষণগুলি কী কী?

২. তথ্যবিনোদন বলতে কি বোঝায়?

৩. নতুন প্রযুক্তি কিভাবে তথ্যবিনোদনে প্রভাব ফেলছে?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. গণসংস্কৃতি কী? গণসংস্কৃতি পণ্যায় সংস্কৃতি?

২. লোকসংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতির পার্থক্য কী? লোকসংস্কৃতি কিভাবে গণসংস্কৃতিতে পরিণত হয়?

৩. বিশ্বায়ণের প্রবণতা কী? এই প্রবণতা সংস্কৃতির উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

১০.৯ পরিভাষা

■ Message—বার্তা ■ Mass—গণ ■ Print Media—মুদ্রণ মাধ্যম ■ Sound Media—শব্দমাধ্যম ■ Motion Media—গতি মাধ্যম ■ Mass Cultural—গণ সংস্কৃতি ■ Mass Society—গণ সমাজ ■ Cultural—সংস্কৃতি ■ Globalization—বিশ্বায়ন

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ ঃ**

১. গণ জ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

২. Intercultural Communication Competence — Richard L.Wiseman, Jolen Koester.

৩. Mass Media Policies in Changing Cultures — George Gerbner.

৪. The Cultural Dialogue : An Introduction to Intercultural Communication — Michael H.Prosser.

৫. Encyclopedia of International Communication — edited by Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth and Gross.

■ **সহায়ক পাঠ্য ঃ**

১. Mass Communication in India — Keval J. Kumar

২. Tradition as Truth and Communication : Cognative description of traditional discourse — Pascal Boyer.

৩. Intercultural Communication theory : Current perspective — Gudykunst, William B.

৪. Culturally speaking meaning report through talk accross culture — edited by Halen Spencer-Oatey.

একক ১১ □ নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ প্রস্তাবনা

১১.২ যোগাযোগ প্রযুক্তি কি?

১১.৩ গণমাধ্যম প্রযুক্তি

১১.৪ জ্ঞাপনপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি

১১.৫ জ্ঞাপন প্রযুক্তি

১১.৬ উপগ্রহ চ্যানেল

১১.৭ কেবল্ টি.ভি.

১১.৮ কম্পিউটার প্রযুক্তি

১১.৯ কনভার্জেন্স

১১.১০ গণজ্ঞাপনের দিন কী শেষ?

১১.১১ সারাংশ

১১.১২ অনুশীলনী

১১.১৩ পরিভাষা

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক যোগযোগ প্রযুক্তিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্নায়ুতন্ত্র। তার শাখাপ্রশাখা আজ বহুদূর বিস্তৃত। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। অন্তত পৃথিবীর অধিবাসীরা তো বটেই। মুদ্রণ প্রযুক্তির কথা আজ গুটেনবার্গেই থেকে নেই। কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট, উপগ্রহ প্রত্যেকেই যোগাযোগের চেহারাটা এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে তা কল্পনার অতীত। প্রশ্ন হোল কীভাবে? আর সে প্রশ্নের উত্তরের জন্যই এই অধ্যায়ের শুরু।

১১.১ প্রস্তাবনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার সঠিক প্রয়োগ ভৌগোলিক ও সময়ের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব আজ পরিণত হয়েছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ। অর্থাৎ পৃথিবী এখন বিশ্বপল্লী। যোগাযোগ প্রযুক্তির হাত ধরে ঘরে বসে দেখেছি সুদূর জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের চলতি অনুষ্ঠান। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ থেকে শুরু করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং হাল আমলের উপগ্রহ যোগাযোগের চেহারাটাকেই বদলে দিয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গোটাবিশ্বের জনজীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে চলেছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সঞ্চয়, তথ্য প্রক্রিয়া, বন্টন বা তথ্য সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে ক্রম উন্নতি কুশলতায়, দ্রুততায় ও নির্ভুলভাবে। ফলত ক্রমোন্নতি ঘটছে গণমাধ্যম ব্যবস্থারও।

১১.২ যোগাযোগ প্রযুক্তি কী?

ইংরেজি 'কমিউনিকেশন'-এর বাংলা হিসেবে 'যোগাযোগ', 'সংযোগ' বা 'জ্ঞাপন' শব্দ তিনটি সাধারণভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। 'যোগাযোগ' বা 'কমিউনিকেশন' হলো তথ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়া। তথ্য হতে পারে কোনো খবর, যে কোন বার্তা, পরিসংখ্যান, কোনো সংকেত, শব্দ, ছবি বা ফটো বা কোন সংকেত। যোগাযোগ ব্যবস্থা এসব বিনিময় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রযুক্তিই হলো যোগাযোগ প্রযুক্তি। যেমন টেলিগ্রাফ, ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ই-মেল এসব হলো যোগাযোগ প্রযুক্তির অঙ্গ।

১১.৩ গণমাধ্যম প্রযুক্তি

মিডিয়া টেকনোলজি বা গণমাধ্যম প্রযুক্তির বিষয়টি একটু পৃথক। এটি সম্পূর্ণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'মিডিয়া টেকনোলজি'-র ক্ষেত্রে 'মিডিয়া' শব্দটির টেকনোলজি হলো এমন ধারণার প্রযুক্তি যা গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ছাপার যন্ত্র। ছাপার যন্ত্র ছাড়া মুদ্রণ মাধ্যমের জন্ম সম্ভব ছিল না। ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ ছাড়া রেডিও'র জন্ম ছিল কি? তাকে কাজে লাগিয়ে যখন রেডিও কেন্দ্র খোলা হলো তখনই জন্ম নিল নতুনতর গণমাধ্যম। আবার টেলিগ্রাফ নিজে যোগাযোগ বা তথ্যপ্রযুক্তির অংশ হলেও তা গণম্যাম প্রযুক্তি নয়। কারণ টেলিফোন বৈজ্ঞানিক অর্থে গণজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই প্রযুক্তিটি না থাকলে গণমাধ্যমের কর্মকান্ড প্রায় অচল হয়ে যেত। তেমনই কম্পিউটার নেটওয়ার্কও আজ গণমাধ্যম প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়ায় যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইন্টারনেটে সংবাদপত্রের অন-লাইন সংস্করণ মুহূর্তে পাড়ি দিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

মুদ্রণ ও পি.টি.এস ঃ

কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে ফটোটাইপ সেটিং (পি.টি.এস.) এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে অফসেট পদ্ধতি মুদ্রণ মাধ্যম জগতে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। পি.টি.এস. পদ্ধতিতে অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহার বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ধাতু ঢালাইয়ের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক আলোক চিত্রের সাহায্যে অক্ষরগুলির নেগেটিভের ফটো উঠে যায় বিশেষ ধরণের কাগজের উপর। ১৯৬০-এর দশকে কম্পিউটার সহযোগে পি.টি.এস. পদ্ধতি উদ্ভাবিত

হলে বিশ্বের সর্বত্র তা জনপ্রিয় হয়। দ্রুত এবং ঝকঝকে কম্পোজের জন্য এর কদর বাড়ে সংবাদপত্র গুলিতে। ১৯৭০-এর দশক থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি পি.টি.এস. পদ্ধতি চালু করে দেয়।

পি.টি.এস. যেমন কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে, তেমনি মুদ্রণের ক্ষেত্রে নতুন পর্ব শুরু হয় অফসেট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মেটাল কম্পোজিং করেও অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা হয়, কিন্তু তা খুব পরিচ্ছন্ন হয় না। অফসেটে ছাপা হয় অনেক ঝক ঝকে। ফটোগ্রাফ ছাপাও এর ফলে সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে সংবাদপত্রগুলিতে এসে গেছে ডি.টি.পি. (ডেস্ক টপ্ পাবলিসিং)। কম্পিউটারাইজ্ড সংবাদপত্রে কাজের চেহারাটা বদলে গেছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে।

গণমাধ্যম প্রযুক্তি শুধুমাত্র গণমাধ্যম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমায়িত নয়। তার পরোক্ষ প্রয়োগ বহু দূর বিস্তৃত। সর্বোপরি যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই এতকাল গণমাধ্যম প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম ক্রম বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

১১.৪ জ্ঞাপন প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি

যে প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাই যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে যে প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়ণ (Processing) বা তথ্য প্রেরণের কাজে ব্যবহার করা হয় তাই চলতি কথায় তথ্যপ্রযুক্তি। এক্ষেত্রে অবশ্য একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়। যেমন কম্পিউটারে যখন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়ণ করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তির অংশ। কিন্তু যখন সেই কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয় তখন তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হয়। ফলে কম্পিউটার যখন নেটওয়ার্কে যুক্ত তখনই তা প্রকৃত অর্থে যোগাযোগ প্রযুক্তির অংশ। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যে প্রযুক্তির মারফত তথ্য বা সংবাদ, কোন বার্তা, ছবি, সংকেত ইত্যাদি আদান-প্রদান করা যায় তাই হোল যোগাযোগ প্রযুক্তি। তবে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা তথ্যপ্রযুক্তি আমরা প্রায় সম অর্থে ব্যবহার করে থাকি।

১১.৫ জ্ঞাপন প্রযুক্তি

জ্ঞাপন ব্যবস্থায় সম্প্রসারণে প্রযুক্তিগত বিকাশের দিক থেকে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার আবিষ্কার। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ক্লদ চ্যাপে ১৭৯১ সালে উদ্ভব করেন অপটিক্যাল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে বড় বড় টাওয়ারের উপর সাংকেতিক বার্তাগুলি পড়া হতো টেলিস্কোপের সাহায্যে। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের সূত্র ধরেই শুরু হয়েছিল দূরসঞ্চার প্রযুক্তির।

চ্যাপের টেলিগ্রাফ থেকে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার — দূর সঞ্চারের ক্ষেত্রে ছিল এব বড় উলম্ফন। সময় ১৭৭৪ সাল অর্থাৎ রামমোহন রায় যে বছর জন্মগ্রহণ করছেন সেই বছর, জার্জস লিৎসজ নামে এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। স্যামুয়েল ব্রিড মোর্স উদ্ভাবিত মোর্স টেলিগ্রাম পদ্ধতিতে ১৮৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে বার্লিমোরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় শুরু হয়। এর পর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটেছে দ্রুত। আমাদের দেশে ১৮৩৯ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার অভিমুখে তেত্রিশ কিমি. টেলিগ্রাফ লাইন পাতা হয়েছিল। ১৮৫৫ সালেই এদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খুলে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য। ১৮৬৭—৭০ সালের মধ্যে একটি জার্মান কোম্পানী লন্ডন, এমডেন, বার্লিন, ওয়ারশ, ওডেসা, তেহরান, করাচি, আগ্রা ও কলকাতার মধ্যে টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন হয়ে যায়।

টেলিগ্রাফ ভৌগোলিক ও সময়ের ব্যবধানকে কমিয়ে দিল। বিশেষত অর্ন্তমহাদেশীয় ও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। টেলিগ্রাফ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংবাদ সংস্থগুলি সংবাদ বাজারকে সারা বিশ্বের ছড়িয়ে দিয়েছিল।

টেলিপ্রিন্টার ঃ

যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আরো এগিয়ে দেয় টেলিপ্রিন্টারের আবিষ্কার। এই যন্ত্রের এক প্রান্তে যখন হরফ টাইপ করা হবে অন্য প্রান্তে তখন ঠিক তেমনি হরফ ফুটে উঠবে। উল্লেখ্য, ১৮৯৪ সালে অস্ট্রিয়ায় প্রথম টেলিপ্রিন্টারের মডেল নির্মিত হয়। বর্তমানে চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক টেলিপ্রিন্টার। সংবাদ মাধ্যমকে সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে সংবাদ সংস্থাগুলি তিরিশের দশক থেকে টেলিপ্রিন্টার ব্যবহার শুরু করে।

ফটোগ্রাফি ঃ

'ফটোগ্রাফি' শব্দ এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ 'ফেটোস' (আলো) এবং 'গ্রাফোস' (আলো) থেকে। অর্থাৎ আলো দিয়ে লেখা। জোসেফ এন নিপসে এবং লুই জ্যাক মান্দে দাগুয়রে নামে দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির সাহায্যে কোন কিছুর প্রতিকৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে আধুনিক ফটোগ্রাফি সম্ভব হয়েছিল সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কারের সূত্রে (১৮৬১)। ১৯১২ সালে চালু হয় স্পিডগ্রাফিক প্রেস ক্যামেরা। ১৯২০ সালের পর চালু হয় ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ব্যবহারযোগ্য লাইকা ক্যামেরা। ১৯৩৫ সালে ইষ্টম্যান কোডাক কোম্পানী রঙিন ফিল্ম উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে শুরু হয়েছে ফিল্মহীন ডিজিটাল ক্যামেরাও। এরকম স্থীর ফটোগ্রাফি মুদ্রণ মাধ্যম প্রভূত উপকৃত করেছে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ইতিবাচক সাফল্য পেয়েছে মুদ্রণ মাধ্যম।

টেলিভিশন ঃ

এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী গণমাধ্যম, টেলিভিশন। টেলিভিশন হল দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম। টেলিভিশনের জনক জন লোগি বেয়ার্ড টেলিভিশনের প্রয়োগকে দিকটিকে প্রথম সফলভাবে তুলে ধরতে পেয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে একক ভাবে তিনিই টিভির আবিষ্কর্তা নন।

প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশক থেকেই টেলিভিশন নিয়ে গণমাধ্যমের সূত্রপাত। ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে টিভি সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ব্রিটেনে ১৯৩৫ সালে এবং আমেরিকায় ১৯৩৯ সালে টিভি. সম্প্রচার শুরু হয়। ষাটের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টিভি. সম্প্রচার শুরু হয়। আমাদের দেশে দূরদর্শন চালু হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে।

১১.৬ উপগ্রহ চ্যানেল

টেলিসম্প্রচার প্রযুক্তিতে বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তগারী ছিল কৃত্রিম উপগ্রহের আবিষ্কার। কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সিক্লার্ক কৃত্রিম উপগ্রহের ধারণা দেন। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ঐ উপগ্রহের কাজ হচ্ছে রিলে সেন্টারের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পাঠান তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ করে উপগ্রহ তা আবার ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে দেয়। একেই বলে জিও স্টেশনারী বা ভূ-স্থানিক উপগ্রহ।

সরাসরি সম্প্রচার যোগ্য উপগ্রহ ঃ

সরাসরি সম্প্রচারযোগ্য উপগ্রহ বা ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইটের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের কাজের ধরনের কিছু ফারাক আছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় দুটি স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। যেমন

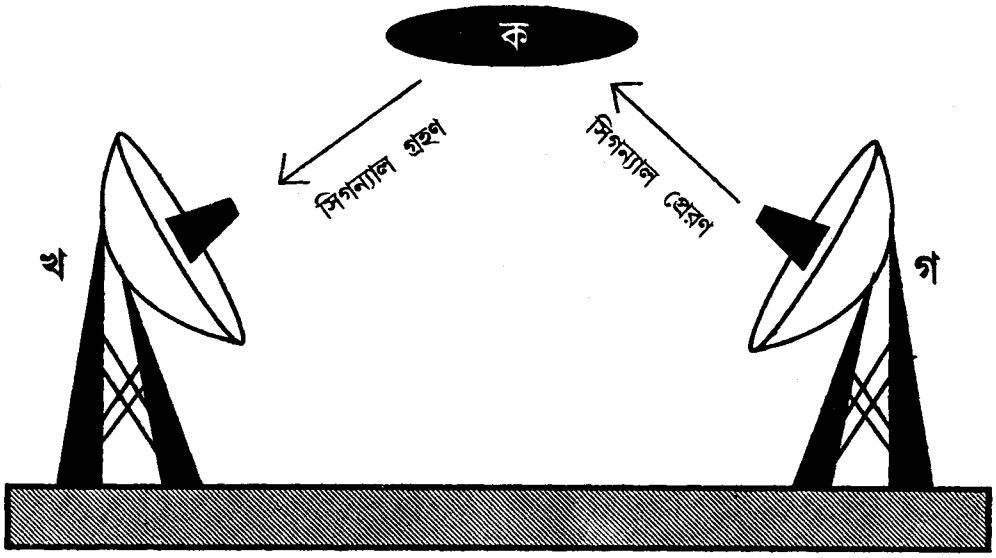

উপগ্রহ সম্প্রচার ঃ (ক) কৃত্রিম উপগ্রহ, (খ) আর্থ স্টেশন, যা সম্প্রচার তরঙ্গগ্রহণ করছে, (গ) আপলিঙ্ক ষ্টেশন, যা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দিচ্ছে।

দিল্লী দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে কৃত্রিম উপগ্রহ পৌঁছে দিল গলফ্ গ্রীনের কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে। সেই তরঙ্গ ধরার জন্য কলকাতা আছে আর্থ স্টেশন।

ডি.বি.এস-এর ক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তরঙ্গ পাঠানো হয় উপগ্রহের দিকে। কিন্তু ফেরত আসা তরঙ্গ গ্রহণ করার জন্য কোন বিশেষ আর্থস্টেশন প্রয়োজন হয় না। ডি.বি.এস.-এর পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এতটাই শক্তিশালী যে বাড়ির ছাদে বসানো ডিশ অ্যান্টেনাই যথেষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা জরুরি 'ট্রান্সপন্ডার' এর বিষয়টি। কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ ও প্রয়োজনে তাকে বিবর্ধিত করে এবং কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে ভূ-পৃষ্টে ফেরত পাঠানোর কাজ করে ট্রান্সপন্ডার। এটি একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবস্থা। ট্রান্সপন্ডার ভূ-পৃষ্ঠের উপর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ফেরত পাঠায় অনেকটা জায়গা জুড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে ফলে 'ফুটপ্রিন্ট' এলাকা। এই ফুটপ্রিন্টের মধ্যে যে-কোন জায়গায় ডিশ অ্যান্টেনা চালু করলেই ট্রান্সপন্ডারের পাঠানো তরঙ্গ ধরা সম্ভব হয়।

১১.৭ কেবল টি.ভি.

উপগ্রহ টি.ভি. ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে কেবল্ টিভি-র ক্ষেত্রেও আমেরিকার পেন্সিল ভ্যানিয়ার মাহানোভ শহরে ১৯৪৮ সালে প্রথম কেবল্ টি.ভি. চালু হয়। সত্তর দশক থেকে উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কেবল্ টি.ভি.-র প্রসার পরিধি বেড়েছে। আমাদের যত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কেবল্ টি.ভি. চালু হয়েছে উপগ্রহ সম্প্রচারের সূত্রে। উল্লেখ্য, ডিরেক্ট-টু-হোম (ডি.টি.এইচ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেবল্ টি.ভি.-কে তারহীন ব্যবস্থার রূপান্তর করা আজ আর অসম্ভব নয়।

১১.৮ কম্পিউটার প্রযুক্তি

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার বাহিত যোগাযোগ জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে গুণগতভাবে। তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়ণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সম্পূর্ণ নতুন পর্বের সূত্রপাত করে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কই সম্ভব করল যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে কম্পিউটারের প্রয়োগকে। কম্পিউটারের সঙ্গে টেলিযোগাযোগের সমন্বয় ও সংযোগই গড়ে তুলেছে কম্পিউটার নেউওয়ার্ক। এখন এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারও। শুধু আন্তঃরাষ্ট্রীয় নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে কম্পিউটার গুলির মধ্যে সংযোগসাধনের কাজ করছে এই ধরণের উপগ্রহ। এভাবেই সম্ভব হয়েছে আজকের 'ইন্টারনেট'।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও তার প্রসার সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তিও। প্রযুক্তির সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক বিকাশে সমাজ ও সামাজিক বিকাশের ভূমিকা কী হবে — এ প্রশ্ন উঠেছে নানা স্তরে। প্রযুক্তিগত আধিপত্যবাদের সমর্থকরা বলেন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ ও গণমাধ্যম প্রযুক্তি নিজে সমাজ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা আরও বলছেন, এই প্রযুক্তি সামাজিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব নিরুপণেও চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে।

কিন্তু স্যাটেলাইট টি.ভি. নিজেই পৃথিবীকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' করে দিতে পারে না। কারণ, প্রযুক্তি ব্যবহারের আর্থিক সামর্থ্য লাভ প্রযুক্তি আবিষ্কার হলেই হয়না; তার জন্য দরকার আর্থিক সামর্থ্য।

১১.৯ কনভার্জেন্স

সংবাদ অভিধানে ইংরেজি 'কনভার্জেন্স' শব্দটির বাংলা অর্থ 'সমকেন্দ্রা-ভিমুখতা' বা 'সমকেন্দ্রিকতা'। 'মিডিয়া' এখন এই 'সমকেন্দ্রিকতা'-র কল্যাণে মাল্টিমিডিয়া—মাধ্যমের বহুত্ব।

১৯৭০-এর দশকে কম্পিউটার যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন সেটি ছিল মূলত 'ডেস্ক টপ পাবলিশিং' প্রযুক্তি মাত্র। কিন্তু কনভার্জেন্সের ফলে আজ সে ধারণার বদল ঘটেছে। টেলিযোগাযোগ, মিডিয়া এবং কম্পিউটারের মধ্যে প্রচলিত বিভাজন ঘুচে যাচ্ছে — পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গীকৃত হয়ে গেছে তারা। বাড়ির পার্সোনাল কম্পিউটারে একসঙ্গে গানশোনা, সিনেমা দেখা, নিজের কোন নোট কম্পোজ করা, আবার একই সঙ্গে ফোন, ইন্টারনেট সংস্থা সবই সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার কেন্দ্রিক কনভার্জেন্সের আরো বহু ব্যবহারিক দিক রয়েছে। সম্ভব হয়েছে তথ্য আদান-প্রদান ও তথ্য সংরক্ষণ। এছাড়া পৃষ্ঠা সজ্জা (Lay outs), সংবাদ রচনা (News Compose), বিভিন্ন গ্রাফিক্স তৈরি করা এবং সংবাদচিত্র স্ক্যান করা তার আউটপুট বের করা — এসবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে।

সুতরাং কম্পিউটার আজ শুধুমাত্র ডেস্কটপ প্রযুক্তি নয়, একই সঙ্গে তা বহুমুখী কর্মকান্ডকে সম্ভব করেছে। একই কেন্দ্রে বহুমুখী কর্মকান্ডই হল কনভার্জেন্স। সময় ও ভৌগোলিক দূরত্ব প্রায় মুছে যাচ্ছে প্রযুক্তির উপস্থিতিতে।

১১.১০ গণজ্ঞাপনের দিন কী শেষ?

যখন আকাশবাণীর সংবাদ-দাতা খবর পড়েন বা সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে সংবাদভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁর সামনে কোন পাঠকের মুখ থাকেনা বা কোন শ্রোতার ছবি চোখে ভাসেনা। তাঁরা

যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বার্তা রচনা করেন সেই জনসাধারণ বিমূর্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের বসবাস এমনকি তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীও হতে পারেন।

প্রতিবার্তা (feed back) ঃ

প্রেরকের বার্তা যখন গ্রাহকদের কাছে এসে পৌঁছয় তখন সেই বার্তায় উদ্দীপ্ত হয়ে গ্রাহক প্রেরকের কাছে তার যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেটাই হল প্রতি-বার্তা। এই প্রতিবার্তা দু'রকমেরই হতে পারে — তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা ও বিলম্বিত প্রতিবার্তা। মুখোমুখি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। গ্রাহক যখন বিমূর্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন তখন প্রতিবার্তা বিলম্বিত হয়।

কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি বেতার বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে টেলিফোন মারফত প্রতিবার্তা গ্রহণ করা হচ্ছে। বলা যেতে পারে এ ধরনের জ্ঞাপনপ্রক্রিয়া দৈনন্দিন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। আর এ ধরনের জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে গণজ্ঞাপন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। জ্ঞাপনের সংজ্ঞানুসারে তা একান্ত জ্ঞাপন। একান্ত জ্ঞাপন পদ্ধতি হল সেই জ্ঞাপন পদ্ধতি যেখানে বক্তা ও শ্রোতা মুখোমুখি থাকে। বহু ক্ষেত্রে গ্রাহক বা শ্রোতা প্রতিবার্তা প্রকাশের সুযোগ পান। শ্রোতা এখানে বিমূর্ত নয়। জ্ঞাপনের এই প্রক্রিয়া গণজ্ঞাপনের সংজ্ঞা বদল করতে বাধ্য।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, শুধু চোখে দেখে বা কানে শুনে জানার শেষ হয় না। পড়াশুনো অভ্যাস আমাদের ধারাবাহিত ঐতিহ্য। ফলে মুদ্রণ মাধ্যম মারফত গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া থাকবে। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা প্রেরণের সুযোগ সবার নেই। অন্তত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তো বটেই।

১১.১১ সারাংশ

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তফাত তেমন নেই। বলা যেতে পারে উভয়ের মানুষের চাহিদা পূরণে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপগ্রহ চ্যানেল, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি তথ্যের আদান প্রদানে যেমন, তেমন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দিনদিন বদলে যাচ্ছে গণজ্ঞাপণ প্রক্রিয়ার বিন্যাস। প্রযুক্তির ক্রমউন্নতি আদতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বেশি বেশি মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি।

১১.১২ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. যোগাযোগ প্রযুক্তি, গণমাধ্যম প্রযুক্তি, পি.টি.এস. পদ্ধতি, জিও স্টেশনারী উপগ্রহ, ট্রান্সপন্ডার।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? যোগাযোগ প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তির পার্থক্য আছে কী?

২. যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে?

৩. টেলিপ্রিন্টার, টেলিগ্রাফ কীভাবে মুদ্রণ মাধ্যমে সহায়ক হয়েছে?

৪. উপগ্রহ মারফত কীভাবে সম্প্রচার করা হয়?

৫. কনভার্জেন্স কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য লেনদেন ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে?

২. আধুনিক প্রযুক্তি মুদ্রণ ব্যবস্থার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে — একথা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

৩. প্রাক্ কৃত্রিম উপগ্রহ এবং উপগ্রহ পরবর্তী জ্ঞাপন প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. "কৃত্রিম উপগ্রহ চ্যানেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গুণগতভাবে বদলে দিয়েছে"—উপগ্রহ কিভাবে সম্প্রচার তরঙ্গ পাঠায়? যোগাযোগ ব্যবস্থা উপগ্রহ মারফত কতটা উপকৃত হয়েছে?

১১.১৩ পরিভাষা

■ Electronic Mail — ই-মেল/ই-মেইল

■ Media — গণমাধ্যম

■ Processing — প্রক্রিয়ণ

■ Direct Broadcasting Satellite — সরাসরি সম্প্রচার যোগ্য উপগ্রহ

■ News Compose — সংবাদ রচনা

■ Lay outs — পৃষ্ঠা সজ্জা

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ ঃ**

১. তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন — সৌমিত্র লাহিড়ী ও মানসপ্রতীম দাস, সম্পাদিত, একুশশতক।

২. Satellite invasion of India — S. C. Bhatt

৩. India's Communication Revolution : From Bullock early To Cyber Marts — Arvind Singhal, Everett M.Rogers

৪. টেলি প্রজন্মের সংস্কৃতি — ড. অঞ্জন বেরা, দেজ প্রকাশন।

৫. গণজ্ঞাপণ — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৬. Mass Communication In India — Keval J. Kumar, Jaico Publication House.

৭. Sattellite Invation of India — S. C. Bhatt.

■ **সহায়ক পাঠ্য ঃ**

১. Satellites Over South Asia — David Pages William Crowliy

২. Electronic Convergence — Hukul-Ono-Vallath.

একক ১২ □ ইন্টারনেট

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ প্রস্তাবনা

১২.২ ইন্টারনেট

১২.৩ ইন্টারনেট কেমন করে এল?

১২.৪ ইনফরমেশন সুপার হাই ওয়ে

১২.৫ প্রয়োগ ক্ষেত্র

১২.৬ ইন্টারনেট সার্ভিস দেয় কিভাবে?

১২.৭ ইন্টারনেট ও অসুবিধা

১২.৮ সারাংশ

১২.৯ অনুশীলনী

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে। তাছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায়, প্রকাশনায়, শিল্পচর্চা, বিনোদন ইত্যাদিতেও ইন্টারনেট নিজেকে অপরিহার্য করে তুলছে। কিন্তু ইন্টারনেট একটি জটিল ব্যবস্থা। এই জটিল ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

১২.১ প্রস্তাবনা

ইন্টারনেট যেভাবে শুরু হয়েছিল, আজ তার ছবিটাই বদলে গেছে। নেট ব্যবহারকারীদের যৌথ শিক্ষা, রুচি ও প্রবণতা নিয়ে দিন-দিন তিল-তিল করে গড়ে উঠছে ইন্টারনেট চরিত্র। এই ব্যবস্থা অগ্রসর দেশগুলির ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকরণে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

ছোট বড় নানা ধরনের কম্পিউটার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, তা মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ফেলেছে প্রায় সারা পৃথিবীকে। কিন্তু এই ইন্টারনেট গড়ে তুলেছেন বহু মানুষ।

তাঁদের বুদ্ধি, শ্রম সমৃদ্ধ করেছে এই ব্যাপক ব্যবস্থাকে। পৃথিবী জুড়ে বিপ্লব এনেছে ইন্টারনেট। এর প্রভাব পড়ছে আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে। ডাক-ব্যবস্থার মতোই ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন বহু মানুষের রোজকার অভ্যাস হয়ে গেছে।

১১.২ ইন্টারনেট (নেট)

বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থায় অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা 'নেটওয়ার্ক অব্ নেটওয়ার্ক বা 'ইন্টারনেটওয়ার্ক অথবা, সংক্ষেপে ইন্টারনেট নামে পরিচিত। এই নামটির আরও সংক্ষিপ্ত প্রচলিত রূপ হল 'নেট'।

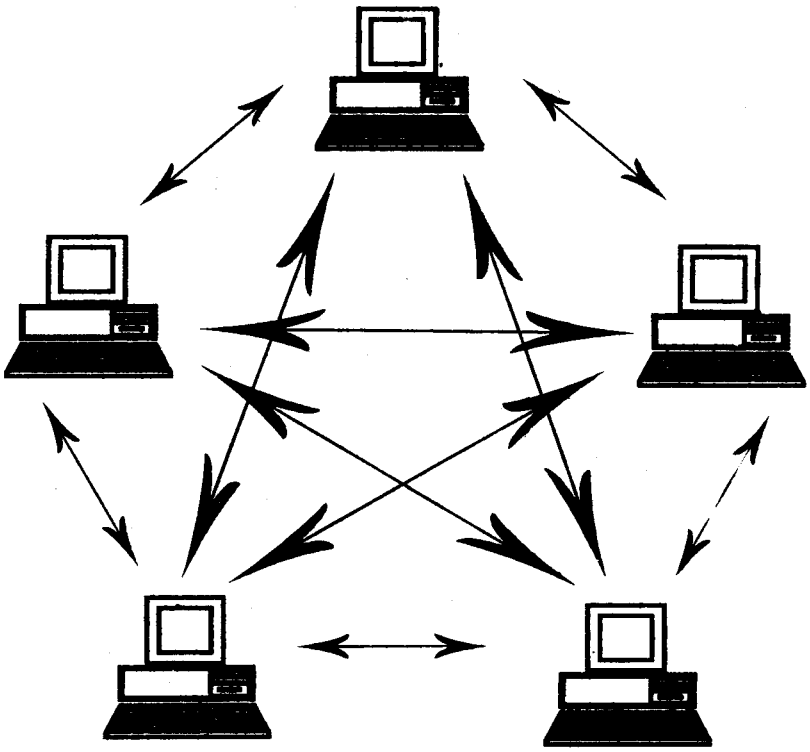

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

ইন্টারনেট কি যন্ত্র, কম্পিউটার?

ইন্টারনেট কোন যন্ত্র নয়, কম্পিউটার নয়, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নয়, নয় কোন হার্ডওয়্যার বা সফ্‌ট ওয়্যার। উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ই ইন্টারনেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু কোন একটিকে একক ভাবে চিহ্নিত করে বলা যাবে না যে এটাই ইন্টারনেট। আসলে ইন্টারনেট হল এ সব কিছু মিলেমিশে তৈরি হওয়া তথ্য আদান-প্রদানের একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা 'নেটওয়ার্ক অব্ নেটওয়ার্ক'।

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলে নানা ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম চালাতে হয় তবে ব্যবহারকারী ঠিক কী ধরণের প্রোগ্রাম চালাবেন সেটা নির্ভর করে তাঁর প্রয়োজনের ধরনের ওপর। পৃথিবীর নানা প্রান্তের অসংখ্য ব্যবহারকারী একই সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

সুতরাং 'ইন্টারনেট' বলতে শুধু 'ইন্টারকানেক্টেড' কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বোঝায় না। তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে অসংখ্য ব্যবহারকারী, তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও বিশাল তথ্যভান্ডার।

১২.৩ ইন্টারনেট কেমন করে এল?

প্রযুক্তির গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠে 'অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি' বা সংক্ষেপে 'আরপা'। সংস্থার কম্পিউটার দপ্তর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জে.সি.আর. নিকালাইজার। তিনি কম্পিউটারের সঙ্গে কম্পিউটার জুড়ে এক নতুন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন।

এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে 'প্যাকেট সুইচিং' ব্যবস্থা। প্যাকেট সুইচিং-এর পথিকৃৎ লিওনার্ড ক্লাইনরক ১৯৬২ সালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পল ব্যারন এক নথিপ্রকাশ করে পরমাণু যুদ্ধের পরিস্থিতি যোগাযোগ ব্যবস্থায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেন।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, অনেকগুলো কম্পিউটার যদি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়, তাহলে যুদ্ধের সময় নেটওয়ার্কের কোন অংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও নেটওয়ার্কের বাকি অক্ষত অংশ দিয়ে অনায়াসে তথ্য আদানপ্রদানের কাজ চলতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নেটওয়ার্কের কোনও সেন্ট্রাল কম্পিউটার নেই, কোন হেড কোয়ার্টারও নেই এবং সর্বপরি এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র একটা কম্পিউটার নির্ভর না, ফলে একে পুরোপুরি ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব।

এইভাবে শুরু হল প্রজেক্ট 'আরপানেট'। ক্লাইনরকের কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ডগলাস এঙ্গেলবার্টের কম্পিউটার। ১৯৬৯ সালে এই দুটি কম্পিউটারের মধ্যে সফলভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হল। আর তখনই তৈরি হল পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

১২.৪ ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে

ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে কি সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে উইলিয়ম এইচ. ডাটন (William H.Dutton) তাঁর " 'The Politics of Information and Communication Policy' : The Information Superhighway" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "The information superhighway can be defind as an information and communication technology network, which delivers all kinds of electronic services — audio, video, text and data — to household and business."

ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ইন্টারনেট। আর এই বিচারে বলা যায় যে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের শুরু মার্কিন সংস্থা আরপা নেটের হাত ধরেই। পরবর্তীকালে ১৯৮০-এর দশকে 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (NSFNET) করলেন, ইলিনয়েজ (Illinoise), পিটস বার্গ (Petts burg) এবং সান-দিয়ে-গো (Sun-Die-go) তে তাদের নেটওয়ার্ক চালু করে। ফলে বহুগবেষক তাদের গবেষণা-সংক্রান্ত কাজ কর্ম প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাবার সুযোগসুবিধা লাভ করেন। তাছাড়া এই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি

সংস্থা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৯২ সালে 'ন্যাশনাল এডুকেশন এবং রিসার্চ নেটওয়ার্ক' বা 'Enhance Internet' অনেক বেশি এবং বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ চালু করে। এমনকি নেটওয়ার্ক মারফত মোশন ভিডিও আদান-প্রদান শুরু হয়। ডাক্তাররা নানা দেশে তাদের পরিচিত সঙ্গীদের কাছে X-Ray, Cat-Scan পাঠাবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেন। ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে লাগলেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এমনকি বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হতে লাগল ইন্টারনেট মারফত। স্যাটেলাইট টেলিফোনের সাহায্য নিয়ে চাষী ও আবহাওয়া বিদ্‌দের কাছে আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, ঝড় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য এবং সেই সঙ্গে ছবি সরবরাহ ইন্টারনেট জগতের এক বড় উলম্ফন।

১২.৫ প্রয়োগ ক্ষেত্র

অতএব উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা গেল যে যতদিন যাচ্ছে ততই ইন্টারনেটের প্রয়োগক্ষেত্র উর্দ্ধমুখী। ইন্টারনেটের প্রতিদিন যেসব ধরনের তথ্য আদান-প্রদান হয় তার কয়েকটি হল —

১) পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ।

২) বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র পড়া এবং প্রয়োজনে তা সংগ্রহ করা।

৩) ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা।

৪) চিঠিপত্র আদান-প্রদান।

৫) ইন্টারনেট বন্ধুত্ব বা সংক্ষেপে 'নেটফ্রেন্ড'।

৬) অন্যান্য বিনোদন।

ইন্টারনেট ও গণমাধ্যম ঃ

ইন্টারনেট চালু হবার পর সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন অন্ লাইন সংস্করণ। ইন্টারনেট এমন একটি নেটওয়ার্ক যা একই সঙ্গে মাধ্যম এবং তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট সূত্রে বিশেষ তথ্য ভান্ডারের দুয়ার খুলে গেছে গণমাধ্যম গুলির সামনে। রয়টার, এ.পি., এ.এফ.পি.-র মতো বড় বড় সংবাদ সংস্থা গুলির খবর ও এখন পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মাধ্যম হিসবে ব্যবহার করে সংবাদপত্রগুলি করছে অন্‌লাইন সংস্করণ। অনলাইন সংস্করণ কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখা যায় এবং পড়া যায়। বলা যেতে পারে এ এক কাগজহীন খবরের কাগজ। আমাদের দেশে বড় বড় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি অন্‌লাইন সংস্করণ প্রকাশ করছে।

১২.৬ ইন্টারনেট সার্ভিস দেয় কীভাবে?

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে যদি আমরা 'ক্লায়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করি তাহলে যে কম্পিউটারের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট ইন্টারনেটে যুক্ত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা সংক্ষেপে সার্ভার। বলা বাহুল্য সার্ভার যুক্ত ক্লায়েন্টের সংখ্যা কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে।

ইন্টারনেটে যুক্ত প্রত্যেক ক্লায়েন্ট তার সার্ভারের মাসিক অথবা বাৎসরিক হারে ফি দেন। এর ফলে ক্লায়েন্টের

মাথা পিছু খরচও কমে যায়। ক্লায়েন্ট হতে চাইলে কোন সার্ভারকে ডায়ালিং। সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে ফোন করলে সার্ভার সামান্য খরচে ইন্টারনেট সংযোগ ভাড়া দেন।

পাঁচটি জিনিস ঃ

তবে ইন্টারনেটে যোগ দিতে হলে দরকার পাঁচটি জিনিস। সেগুলি হল —

১) একটি টেলিফোন

২) একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার

৩) একটি মোডেম

৪) টেলি কমিউনিকেশস্ সফ্‌টওয়্যার

৫) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কম্পিউটারে সঞ্চিত তথ্য চার রকমের হতে পারে — 'অডিও', 'ভিডিও', 'টেক্সট' ও 'গ্রাফিক্স'। অর্থাৎ সার্ভার তার ক্লায়েন্টদের এই চার ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে।

১২.৭ ইন্টারনেট ও অসুবিধা

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট রমরমা। তাছাড়া ব্যবসাক্ষেত্রে, ব্যঙ্কিং ব্যবস্থায়, প্রকাশনার ক্ষেত্রে, শিল্পচর্চায়, বিনোদন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ইন্টারনেট নিজেকে জরুরি বলে প্রমাণ করেছে।

পশ্চিমে অবস্থাটা অনেকটা এরকম হলেও ভারতে ইন্টারনেটের জনপ্রিয় এখনও অনেক পিছিয়ে। অবশ্য এর পিছনে নানা কারণ বর্তমান —

শিক্ষার হার —

ভারতে সাক্ষরতার হার শতকরা প্রায় ৫২। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষিতের হার স্বভাবতই অনেক কম। ফলে ভারতের বিপুল জনসংখ্যার সামান্য অংশই ইন্টারনেট ব্যবহার করার শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে।

খরচ —

ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ক্লায়েন্ট হতে লাগে প্রচুর অর্থ। কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশের জন্য খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৫০,০০০ টাকা। তার সঙ্গে যুক্ত হবে ভি.এস.এন.এল. নির্ধারিত খরচ। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এই অর্থ খরচ করার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। সুতরাং যতদিন না পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার সর্বার্থে জনগণের নাগালে আসছে ততদিন পর্যন্ত এদেশের সমাজ ও জীবনে ইন্টারনেট জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম।

ইতিবাচক আশা ঃ

তবে যে, দ্রুত হারে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের দাম কমছে তাতে কয়েক দশকের মধ্যেই বর্তমান চেহারাটা বদলে যেতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। ফলে এখনও পর্যন্ত ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রধানত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়া কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। তবে

কিছু কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারনেট কাফে' খোলার কথা ভাবছেন। এমন হলে সেখানে যে কোনও ব্যবহারকারী স্বল্প খরচে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

১২.৮ সারাংশ

'নেটওয়ার্ক অব নেটওয়ার্কস' আজ ইন্টারনেট হিসেবে চিহ্নিত। এই ব্যবস্থার প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তৃত। তথ্য, ডাটা থেকে বিনোদন সর্বত্র ইন্টারনেটের বিচরণ ক্ষেত্র। গবেষক, লাইব্রেরিয়ান, ব্যবসাদার প্রত্যেকের কাছে ইন্টারনেট সহায়ক হয়েছে।

১২.৯ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. ইন্টারনেট কী?

২. ইন্টারনেট কি যন্ত্র না কম্পিউটার?

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়?

৪. তুমি কিভাবে ইন্টারনেট সার্ভিস পেতে পার?

৫. উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেটের সার্বিক ব্যবহারে কী কী বাধা দূর করা দরকার?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. ইন্টারনেট কী? কোন লক্ষ্যপূরণকে সামনে রেখে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয়?

২. প্রেক্ষাপটসহ ইন্টারনেটের আবির্ভাব — ইতিহাস লেখ।

৩. ইন্টারনেট যন্ত্র নয় ব্যবস্থা — উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। এই ব্যবস্থা কিভাবে সার্ভিস দেয়?

৪. উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট জরুরী — এবিষয়ে আপনার মতামত দিন? কিভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে বলে আপনি মনে করেন।

৫. ভারতে ইন্টারনেটে কি ধরনের ভূমিকা নিতে পারে? ইন্টারনেটের সার্বিক প্রয়োগ এদেশে কোন কোন স্তরে বাধা রয়েছে?

৬. সাংবাদিকতায় ইন্টারনেট কিভাবে সহায়ক হয়েছে?

৪.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ ঃ**

১. তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন — সম্পাদনা, সৌমিত্র লাহিড়ী ও মানসপ্রতীম দাস।

২. India's Communication Revolution : From Bullock Carts To Cyber Marts — Arvind Singhal, Everett M.Rogers.

৩. Mass Communication in India — Keval J. Kumar.

৪. (The) How and Why of internet — Arora, Pawan.
৫. The ABC of the internet — Crumlish, Christian
৬. The State of the Cybernation : Cultures political and econimic implications of the interest — Neil Barrett.
৭. History of the Internet : a chronology, 1843 to the present — Christos J.P. Mosehovits.

■ সহায়ক পাঠ্য ঃ

১. Multimedia on the Web — McGloughin Stephen.
২. Cultural treasures of the internet — Clark, Michael.
৩. The internet Book — Comer, Douglas.
৪. Internet : an introduction — Manish Dixit

2

দ্বিতীয় পত্র

একক ১ □ সংবাদ ও প্রতিবেদন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সংবাদ

১.২.১ সংবাদের সংজ্ঞা

১.২.২ সংবাদের উৎস

১.২.৩ সংবাদের সূত্র

১.৩ সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা

১.৩.১ সূচনা বা ইনট্রো করার নিয়ম

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সংবাদ কী ও প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং কাকে বলে এবং সংবাদের রচনাশৈলী বা পদ্ধতিই বা কেমন হবে সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটি ধারণা হবে।

১.১ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠে কিভাবে মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই সংবাদ লেনদেন প্রচলিত হতে থাকে এবং গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে সংবাদ প্রচার ও পরিবেশনের ধারার কিভাবে বিবর্তন ও পরিবর্তন হয়, সংবাদের উপাদানই বা কী, এর উৎসই বা কী, কত রকম এর প্রকারভেদ, গরম খবর আর নরম খবরের কী পার্থক্য, সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনার ছক কেমন হবে, কিভাবে সংবাদের সূচনা লিখতে হয় যাতে নির্দিষ্ট সংবাদ-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নের (কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে) উত্তর সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে আপনার যে ধারণা তৈরি হবে তার সাহায্যে আপনি সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষত সংবাদপত্রে, নিজের ভাষায় প্রতিবেদন লিখতে সক্ষম হবেন।

১.২ সংবাদ

সংবাদ কী সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। লোকসমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির দেখা হলে প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে— কী খবর, কেমন আছেন, অমুক কেমন আছেন, ছেলেমেয়েরা

কে কী করছে? সামাজিক যোগাযোগই তো মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ। তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। যে ব্যক্তি, যে গোষ্ঠী বা যে দেশের তথ্যের ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে তত বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ তথ্যই ক্ষমতা। এই তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের রেওয়াজ চিরাগত। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সাংবাদিক, আর যে পেশার মাধ্যমে সংবাদ জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয় সে পেশার নাম সাংবাদিকতা।

সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশনের বিষয়টি আদিযুগ থেকে চলে আসছে। রামায়ণের দুর্মুখ বস্তুতপক্ষে রামচন্দ্রের সংবাদ সংগ্রাহকের কাজই করেছেন। আর মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সংবাদ সঞ্জয় যেভাবে বিবৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের সমর-সাংবাদিকদের সঙ্গে তুলনীয়। পুরাকালে রাজা-বাদশাদের নিযুক্ত গুপ্তদূত বা চরদের বৃত্তিই ছিল গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা। একালেও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তবার্তা দফতর বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ কী সে বিষয়ে মোটামুটি সকলেই অবহিত আছেন। আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় 'নিউজ রাইটার' বা সংবাদ লেখকের প্রধান কাজই ছিল সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করা। সতের দশকের প্রথম দিকে বিত্তবান ইওরোপীয়দের নিজস্ব সংবাদলেখক নিয়োগ করার কথা শোনা যায়। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই সংবাদ লেখকরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। ভারতবর্ষে মুঘল আমলে যাঁরা ছিলেন ওয়াকিয়া-নবিস প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সংবাদলেখক। চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে গূঢ়পুরুষদের' উল্লেখ আছে তাঁদের কাজও সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। বিভিন্ন যুগে রাজদরবারে যাঁদেরকে বার্তাবহ বা ঘোষক হিসাবে নিয়োগ করা হত তাঁরাও ছিলেন মূলত সাংবাদিক।

লোকপরম্পরাগত কাহিনী, প্রবচন, কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি সবই মানুষের নিজের জানার ও অপরকে জানানোর আগ্রহ বা কৌতূহলের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই জানা ও জানানোর উপায় ও পদ্ধতিরও সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় রূপান্তর হয়েছে। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশন শতসহস্র বছরের সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতেই পেশাগত সাংবাদিকতার উদ্ভব। অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাও নানা ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আজ এক ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর এই পেশায় নিযুক্ত সাংবাদিকরাও আজ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অর্থাৎ সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের আদব কায়দা। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। পেশা এবং ব্যবসা হিসাবে সাংবাদিকতার ধারা ও প্রকৃতি এবং প্রতিযোগী সংবাদ মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনের প্রণালীও প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। সময়োপযোগী হওয়ার জন্যই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর তাছাড়া, প্রতিযোগিতার বৃত্তটাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন যুক্ত হয়েছে কেবল্ বা তারযোগে সম্প্রচার, কমপিউটার-নির্ভর ইনফরমেশন সিসটেম বা তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চারণ, ইত্যাদি। সাংবাদিকতার আদর্শ ও নীতি বজায় রেখে, এবং এই কঠিন প্রতিযোগিতার পরিবেশে থেকে, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন খুবই দুরূহ। এই দুরূহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই সাংবাদিক, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যমের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সাংবাদিক

ও সংবাদ মাধ্যম সামাজিক দায়িত্বের অংশীদার। জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্য ও নির্ভুল সংবাদ ঠিকমতো পরিবেশন করা এবং একই সঙ্গে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সফল গণতন্ত্র সৎ সাংবাদিকতার ওপরই নির্ভর করে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে জনমত আর জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস ইত্যাদি সংবাদের মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব বা অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অবনতি, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার অভাব, কুসংস্কৃতি বা কিছু কিছু বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের মতো সামাজিক অভিশাপ. সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যচেতনা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার অপ্রতুলতা— সব কিছু বিষয় সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন ও অবহিত করতে পারে সংবাদ মাধ্যম।

সংবাদ মাধ্যমই আবার পারে জনসাধারণকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ; সমকালীন সাহিত্য, কারুশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারা ; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নবতর বিনোদনের আবির্ভাব সবকিছু সম্পর্কেই লোকসমাজকে অবহিত করে সংবাদ মাধ্যম। নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্যে থাকলেও সংবাদ মাধ্যম একদিকে সমাজের দর্পণস্বরূপ আর অন্যদিকে সমাজের শিক্ষক।

১.২.১ সংবাদের সংজ্ঞা

সংবাদের সংজ্ঞা কী? কী তার অর্থ? সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী?

আজকের দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিদিত পণ্যগুলির অন্যতম হচ্ছে সংবাদ। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন একটি ভাষা জানেন এবং গণমাধ্যমে তাঁর প্রবেশ বা অভিগমন অবারিত। গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই সংবাদ সম্পর্কিত ধারণা মানুষের মনে ছিল। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গ্রামে গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক হাটে বা হাটবারে যখন পণ্য বেচাকেনার জন্য লোকজনেরা মিলিত হতেন তখন তাঁদের মধ্যে স্থানীয় খবরেরও লেনদেন হত। আবার, সাধারণ মানুষকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঢোল-শোহরতের প্রচলন বহুযুগ আগেই ছিল। চলতি কথায় এই ব্যবস্থাটিকেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জারি করা বলা হয়। মোটামুটি ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই খবরের আদানপ্রদান চলছে।

কিন্তু খবর বা সংবাদ কাকে বলে? তার সংজ্ঞাটা কী? সংবাদের সংজ্ঞা সংবাদ নিজেই। অথবা সংবাদ হল সংবাদ। যখন যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত বা পরিবেশিত হচ্ছে তখন সেই ধরনটিই সেই সংবাদের সংজ্ঞা। সংবাদের কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। প্রতিনিয়তই সংবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং একইভাবে তার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত সংজ্ঞার কোনটিই কিন্তু ভুল নয়। কারণ, সংবাদের চেহারা বা চরিত্র বদলেই চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির যে বিবরণ কোনও না কোন পদ্ধতিতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় তাই সংবাদ। বিষয়ের এবং পাঠকের বৈচিত্র্যভেদে সংবাদের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি সংজ্ঞারই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে. সংবাদটি সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বা কৌতূহল থাকা চাই এবং সংবাদটির বিষয়বস্তু নতুন হওয়া চাই। যা আগে সংবাদ হিসাবে অন্য

কোনভাবে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা আর নতুন করে সংবাদ গৃহীত বা গ্রাহ্য হবে না ; আর মানুষের তাতে কোনও আগ্রহও নেই।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কুকুর যখন মানুষকে কামড়ায় তখন সেটা কোন সংবাদ নয়। মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা সংবাদ। কোন সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও সংবাদের একাধিক সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করেছেন সাংবাদিক বা সংবাদ বিশেষজ্ঞরাই। অথবা এ বিষয়ে যাঁদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র কেতাবি বা পুঁথিগত। এখন দেখা যাক কী ধরনের সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি সংজ্ঞারই গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে। এবং কেবলমাত্র গুণগুলিই মাথায় রাখতে হবে।

১। যে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সময়োপযোগী এবং বেশ কিছু লোকের তাতে আগ্রহ আছে তাই সংবাদ।

২। গতকালের দুনিয়া ও আজকের দুনিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ সেটাই হচ্ছে সংবাদ।

৩। একজন সুদক্ষ প্রতিবেদক যে তথ্য সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হন ও প্রকাশ করেন এবং তাতে যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে তাই সংবাদ।

৪। যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সম্পাদক সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশ করেন তাই সংবাদ।

৫। যে তথ্য পাঠ বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক সন্তুষ্ট হয় বা উৎসাহিত হয় তাই সংবাদ।

৬। যা চমকপ্রদ বা অভাবনীয় ঘটনা তাই সংবাদ।

৭। জনসাধারণ + ঘটনাবলি + পাঠক বা শ্রোতা-স্বার্থবাহী উপাদান = সংবাদ।

৮। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বা কাহিনীর প্রতিবেদন বা বিবরণ যা একজনের কাছে নতুন তথ্য বলে মনে হল তাই সংবাদ।

৯। ঘটনা বা মতামত, যার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাই সংবাদ।

১০। কারও মতে সঙ্গীত, সুরা ও রমণী হচ্ছে সংবাদের উৎস।

১১। সংবাদ হচ্ছে রমণী, মুদ্রা ও অপরাধের সমান।

১২। সংবাদ বা ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ (NEWS) তা হল North, East, West, South (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ) অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে সংগৃহীত তথ্য। অর্থাৎ চারিদিকে যা ঘটে চলেছে তাই সংবাদ।

১৩। সেটাই সংবাদ যেটা কেউ গোপন রাখতে চাইছে ; বাকি সবই তো হয় বিজ্ঞাপন, নয় প্রচার।

১৪। জীবন ও জাগতিক বিষয়ের সবরকম বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে যা যা মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে তাই সংবাদ।

১৫। যা কিছু নতুন তাই সংবাদ।

১৬। যা কিছু স্বাভাবিকতা থেকে ব্যতিক্রম তাই সংবাদ।

১৭। সংবাদ হচ্ছে সমসাময়িক ঘটনা, মতামত, চিন্তাভাবনা যা জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে বা সেই অংশের মনে আগ্রহ জাগায়।

১৮। বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত যে কোন নতুন তথ্য সেই বিষয়ে আগ্রহী মানুষের কাছে সংবাদ।

১৯। ধর্ম, আভিজাত্য, দারিদ্র্য, অর্থ, যৌনতা ও রহস্যই হচ্ছে সংবাদ।

২০। সংবাদপত্র যা প্রকাশ করে বা রেডিও এবং টেলিভিশন যা প্রচার করে তাই সংবাদ।

সংবাদের সংজ্ঞা, তার অর্থ বা সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী তা মোটামুটি পরিষ্কার। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে কোন ঘটনা বা কাহিনী বা তথ্য যতই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক হোক না কেন, যতক্ষণ তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা রেডিও/টেলিভিশনে প্রচারিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা সংবাদ নয়। আর, সংবাদ মাধ্যমে সেটাই পরিবেশিত হয় যেটা সেই মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা সংবাদ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তা প্রকাশ বা প্রচারের জন্য অনুমোদন করেন। এই কর্তাব্যক্তিরা হচ্ছেন : সম্পাদক, প্রযোজক, 'কপি'-পরীক্ষক, যে সব সাংবাদিকরা সংবাদ বাছাই বাতিল ও পুনর্বিন্যাস করেন। এঁরাই হলেন সংবাদ মাধ্যমের দ্বাররক্ষী বা 'গেটকীপার'। এঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং একই সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ।

সুতরাং এই দুদিকের স্বার্থ বজায় রেখে সাংবাদিককে ঠিক করতে হবে 'সংবাদ কী'? একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে। একজন বিচক্ষণ সাংবাদিককে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। (১) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক কী চান বা কিসে তাঁদের আগ্রহ। এবং (২) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শককে একজন সাংবাদিকের কী দেওয়া উচিত বা কী জানানো উচিত।

সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? (১) অর্থপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, (২) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরা, (৩) মানুষের মতামত, ধ্যানধারণা, নানা বিষয়ে ভাষ্য ইত্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে মাধ্যমকে গড়ে তোলা, (৪) সমাজের লক্ষ্য কী, মূল্যবোধ কী তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা, (৫) দৈনন্দিন ঘটনাবলি ও তথ্য বিষয়ে মানুষের অবাধ প্রবশাধিকার নিশ্চিত করা, (৬) বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করা, এবং (৭) জনগণের শিক্ষক হিসাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও সাক্ষরতা প্রসারে প্রেরণা দেওয়া সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব। তাহলে, সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে এমন সব সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যাতে মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকরা সেই সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। আবার, একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর পরিবেশিত সংবাদ যেন সত্যনিষ্ঠ হয় এবং কোনরকম একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট না হয়।

১.২.২ সংবাদের উৎস

এই সংবাদ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয় ? বা, এই সংবাদের উৎস কী ? বহতা নদীর মতো সংবাদ বা ঘটনাপ্রবাহের যে অংশটুকু সংবাদ হিসাবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয় তারও একটা উৎস আছে। সংবাদের এই উৎস প্রকটও হতে পারে, অদৃশ্যও হতে পারে। জনসভায় কোন বক্তৃতা, বিধানসভা বা সংসদে কোন ঘোষণা, বার্ষিক বাজেট-বিবরণে কোন বিষয়ে উল্লেখ, সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তরফে কোন ঘোষণা ইত্যাদি প্রকট বা প্রকাশ্য উৎস থেকে সংবাদ সংগৃহীত হয়। গোপন বা অদৃশ্য উৎস, যেমন

কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি নিজের নাম গোপন রেখে কোন তথ্য সাংবাদিককে জানালেন, এর থেকেও অনেক ভালো ভালো, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আহরিত হয়। এই অদৃশ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ লেখার সময়, 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়' বলে সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন। সংবাদের এই সব গোপন উৎস সম্পর্কে সাংবাদিকদের পূর্ণ আস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া তথ্য কখনোই সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা উচিত নয়। বিচক্ষণ সাংবাদিকরা সে কথা জানেন। এবং এই ধরনের কোন সংবাদসূত্র কেনই বা কোন তথ্য সংবাদ হিসেবে প্রচারের ব্যাপারে উৎসুক, তাঁর কী স্বার্থ, সাংবাদিককে অভিজ্ঞতার আলোকে তাও যাচাই করে নিতে হয়। এ বিষয়ে সচেতন না হলে সাংবাদিক বিপদে পড়তে পারেন, তাঁর সংবাদ মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সত্যতা ও উৎসের উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য সাংবাদিকদের খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটু সন্দেহবাদী হতেই হয়। সাংবাদিকতার স্বার্থে সেটাই কাম্য।

১.২.৩ সংবাদের সূত্র

নির্দিষ্ট কোন উৎস থেকেই যে সব সংবাদ জানা যায় তা কিন্তু নয়। নানা ধরনের সংবাদের জন্য নির্ভর করতে হয় নানা রকম উৎসর ওপর। সাধারণত, কোন বিশেষ কারণ না থাকলে, কোন উৎস থেকে সংবাদটি সংগৃহীত প্রকাশিত সংবাদে তার উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সরকারি ও পদাধিকারবলে যোগ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত সংবাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এইসব সংবাদ-উৎসকে 'সবল' উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ, যা সাধারণত প্রেস রিলিজ বা ব্রিফিং হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, 'সবল' উৎস হিসাবেই গণ্য হয়। সরকারি 'মুখপাত্র' জানান বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তাও একই পর্যায়ভুক্ত। কোন সরকারি নীতি বা প্রকল্প বা কর্মসূচি ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা বা বিভাগীয় সচিবরা সব সময়ই 'সবল' উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক সময় 'সরকারি সূত্র' বা 'প্রামাণিক সূত্র' জাতীয় অভিব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকেও মোটামুটি 'সবল' সূত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ততটা সবল নয়।

কিন্তু 'নির্ভরযোগ্য সূত্র', 'জানা গেছে', 'বিশ্বস্ত সূত্র', 'রাজনৈতিক মহল থেকে শোনা', 'পর্যবেক্ষকদের মতে' ইত্যাদি অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি 'দুর্বল' সংবাদসূত্রের ইঙ্গিতবাহী। সংবাদসূত্র আবার সরকারি ও বেসরকারি দুরকমই হয়। বিধান-সংক্রান্ত, নির্বাহী ও বিচার-সংক্রান্ত বা 'লেজিসলেটিভ', 'এগজিকিউটিভ' ও 'জুডিসিয়ারি' এবং বিভিন্ন সরকার-সংলগ্ন বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকারি সূত্র। আর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নানাধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হচ্ছেন বেসরকারি উৎস।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সক্রিয়ভাবে যাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন তাঁরা হলেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশেষ সংবাদদাতা, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা ইত্যাদি বা ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, খেলাধূলা, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি বিশেষ বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদদাতা। সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করার জনপ্রতিবেদক বা সংবাদদাতারা থানা/পুলিশ, দমকল, হাসপাতাল/অ্যাম্বুলেন্স, আদালত, বিমানবন্দর, বন্দর, খেলার জগৎ, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারি দফতর, পুরসভা, পরিবেশ দফতর, আবহাওয়া দফতর ইত্যাদি জায়গায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এটা নিঃসন্দেহে

সাংবাদিকদের নিত্যকৃত্য। আর, এই সমস্ত যোগাযোগের কেন্দ্র ও সেখানকার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংবাদের উৎস বলে বিবেচিত।

এতো সব সত্ত্বেও সাংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ-উৎস হচ্ছে সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ এজেন্সি। প্রকাশিত সংবাদে এই সব সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের নাম সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তাই পাঠকরা **পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টার, এ পি, এ এফ পি, তাস** ইত্যাদি সংবাদ সংস্থার নামের সঙ্গে পরিচিত। তার বা টেলিপ্রিন্টার যোগে কম্পিউটরের মাধ্যমে দূর দূরান্তে নিযুক্ত সাংবাদিকদের সংগৃহীত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা দেশে-বিদেশে নানা সংবাদপত্র/সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে দেয়। আর সেই সব সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে দুটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা আছে— পি টি আই (প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া) আর ইউ এন আই (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া)। সংবাদ সংস্থাগুলি সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে সংবাদ বিক্রি করে। নিজেরা কোন সংবাদপত্র প্রকাশনা করেনা বা নিজেদের অন্য কোন সংবাদ মাধ্যম নেই।

সংবাদ সংস্থা ছাড়া দেশ-বিদেশের রেডিও ও টেলিভিশন শুনে/দেখে সেখান থেকে সংগৃহীত সংবাদ সংবাদপত্রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনও সংবাদের উৎস হতে পারে। সংবাদ সংস্থাও এই উৎস কাজে লাগায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থার তরফে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদপত্র অফিসে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট পাঠিয়ে দেন। এগুলিও সংবাদের উৎস হিসাবে গণ্য। আবার, অনেক সময় একজন সাধারণ নাগরিক বা পথচারীও সংবাদের উৎস হতে পারেন। যেমন, কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটলে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে সেটি জানিয়ে দেন এবং এমন কিছু তথ্য ও আভাস দিয়ে দেন যাতে একজন সাংবাদিক দ্রুত সেই নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন এবং ঘটনা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

এছাড়া সংবাদের উৎস হচ্ছে— প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সরকারিভাবে কোন বিবৃতি যদি কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে আসে। এই ধরনের সংবাদ-বিবৃতিকে ইংরাজিতে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট বা প্রেস হ্যান্ড-আউট বলা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্সও সংবাদের অন্যতম এক বড় উৎস। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা কোন পদাধিকারী আগাম ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে পারেন। সাধারণত কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য জনসাধারণকে সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জানানোর উদ্দেশ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরও আহ্বায়ক দিয়ে থাকেন। প্রেস কনফারেন্সকে নিউজ কনফারেন্সও বলা হয়।

এছাড়া আছে নিউজ ব্রিফিং। কোন একটি বিষয়কে সংবাদ হিসাবে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য দায়িত্বশীল বা পদাধিকারী কোন ব্যক্তি যখন সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন ও বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দেন তখন সেটিকে বলা হয় নিউজ ব্রিফিং বা প্রেস ব্রিফিং। প্রেস ব্রিফিং অনেকটা প্রেস কনফারেন্সেরই মতো। পার্থক্য খুবই সামান্য। যেমন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করেন, আর তাঁদের সচিবালয়ের কোন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন প্রেস ব্রিফিং। একটি দলের সভাপতি করেন প্রেস

কনফারেন্স, আর তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদক করেন প্রেস ব্রিফিং। আবার, এই সভাপতিই যখন দলের জাতীয় সম্মেলনের কার্যাবলি সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু বলেন, সেটা হয় প্রেস ব্রিফিং। একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যখন কোন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন ও সম্মেলনের কার্যাবলি সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন তখন সেটা প্রেস ব্রিফিং বা যদি বিদেশের কোন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সে সম্পর্কে কিছু বলেন, সেটাও প্রেস ব্রিফিং। প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিং-এর মধ্যে পার্থক্য যদি যৎসামান্য, প্রেস কনফারেন্স অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক।

সংবাদের উৎস আরও আছে। যেমন, সাক্ষাৎকার বা ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্টারভিউ। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন আগাম-নির্ধারিত জায়গায় সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে জানা ও প্রকাশনার মাধ্যমে তা পাঠক সাধারণকে জানানো হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও আজকাল সাক্ষাৎকার খুব জনপ্রিয় হয়েছে। একান্ত সাক্ষাৎকার বা একসক্লুসিভ ইন্টারভিউ (অর্থাৎ যা কিনা একজন সাংবাদিকই পেরেছেন, অন্যেরা পারেননি) সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার খুব কদর বাড়ায়।

অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ, বিধানমণ্ডল, পুরসভা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের নানা স্তরের যে সব আলোচনা সভা হয় সেগুলিও সংবদের উৎস। সংসদের অধিবেশন যখন চলে তখন সরকারের সমস্ত নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে সংসদেই ঘোষণা করতে হয়। রাজ্যস্তরে বিধানমণ্ডলের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ও বিধানমণ্ডল সংবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদে সমস্ত সাংসদকে ও বিধানমণ্ডলে/বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ককে পাওয়া যায়। গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকার নানারকম সংবাদের উৎস এসব জনপ্রতিনিধি।

আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-উৎস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও বিচারকদের রায় প্রায়শই সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্টের কোন কোন মামলার রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এবং এসব রায়ের ফলে সরকারকে কখনও কখনও তার নীতি বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়।

এছাড়া নানা বিষয়ে নানারকম সম্মেলন, আলোচনাসভা, আলোচনাচক্র বা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা বা কোন শিল্পপতি/বণিকসভার ভোজসভা বা কোন দূতাবাসে নৈশভোজ সবই সংবাদের উৎস। কোন বিষয়ে সমীক্ষা বা তদন্তের রিপোর্ট, গবেষণাপত্র, অভিযোগের বই, টাইম-টেবল, বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, পোস্টার, এমনকি হিসাবের খাতাও সংবাদের উৎস হতে পারে।

সংবাদের উৎস বা 'সোর্স' খোদ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ পথযাত্রী সকলেই বা যে কেউ হতে পারেন। এই উৎস-র বিশ্বাস অর্জন করা এবং তার গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রতিটি সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। আবার, এই উৎস-র কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়েও প্রতিটি সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে।

সংবাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হয়। সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সংবাদ। সংবাদপত্র বা

সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই সংবাদ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সংবাদ হচ্ছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সংবাদের সঙ্গে সংবাদ-ভিত্তিক যে সব বিষয় সেগুলির পার্থক্য বোঝানোর জন্য 'হার্ড' (Hard) নিউজ বা 'স্ট্রেইট' (Straight) নিউজ ও 'সফ্‌ট' (Soft) নিউজ বা 'ফিচার' (Feature) নামে সংবাদের প্রকারভেদ করা হয়েছে। 'হার্ড' নিউজ বা 'স্ট্রেইট' নিউজকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'গরম' খবর বা 'সোজাসাপটা' খবর। প্রসঙ্গক্রমে 'তাজা' খবরও বলা যায়। আর 'সফ্‌ট' নিউজ ও 'ফিচার'কে 'নরম' খবর বা সংবাদের ভিন্ন স্বাদের বিস্তার বলা যেতে পারে। 'হার্ড' নিউজকে কখনও কখনও 'স্পট' নিউজও বলা হয়। 'স্পট' মানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা। সুতরাং 'স্পট' নিউজ বলতে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের তরফে সম্ভবত এটাই বোঝানোর অভিপ্রায় থাকে যে 'আমরা অকুস্থলে উপস্থিত থেকে' সংবাদটি পরিবেশন করছি।

ঐতিহ্যগতভাবে গরম খবর বা সোজাসাপটা খবর ঘটনা-দুর্ঘটনা-দুর্যোগ ভিত্তিক। যেমন, পুলিশ আইনভঙ্গকারীদের/আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালো, বা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সরকারি ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি ব্যাখ্যা করলেন, বা কোন মন্ত্রী ইস্তফা দিলেন, বা পুলিশ কয়েকজন চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করল, বা কোন পথদুর্ঘটনায় কয়েকজন ব্যক্তি হতাহত হলেন, বা কোন পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ বিশেষ কোন গিরিশৃঙ্গ জয় করল, বা ভারত ক্রিকেট টেস্ট জিতল, বা মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হল, বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোন জনসভা আয়োজন করা হল, বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু জীবনহানি হল, বা শেয়ার বাজারে হঠাৎ কোন নামী কোম্পানির শেয়ারদর পড়ে গেল, বা কোন চিত্রাভিনেতা পুরস্কৃত হলেন, বা বিশ্বসুন্দরী সিনেমায় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন, বা নামী কোন ব্যক্তির জীবনাবসান হল ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় দৈনন্দিন সংবাদ। এই সংবাদই গুরুত্ব পায় সর্বাগ্রে। কারণ 'হার্ড' নিউজ বা গরম/সোজাসাপটা খবর হচ্ছে নির্মম সত্য। আর এই নির্মম সত্যকে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়াটাই সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যমের প্রথম দায়িত্ব। আর এই সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে আবেদন হবে প্রত্যক্ষ ও অকপট। বিলম্বহীনতাও এই সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তাজা বা গরম খবর যদিও মূলত দৈনন্দিন খবর এবং নতুন খবর, কোনও কোনও সময়ে অজানা পুরনো তথ্যও গরম বা তাজা খবরের মর্যাদা পায়। যেমন, কোন বড় রাজনৈতিক নেতা বা কোন শিল্পপতির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যদি জানা যায় যে তিনি মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোন সমাজকল্যাণ সংস্থার নামে উইল করে দিয়েছেন, তখন সেটিও তাজা খবর হিসাবেই গণ্য হবে। অবশ্য মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ভিন্নস্বাদের সংবাদ বা নরম খবর/ফিচার হিসাবেও এই তথ্যটি পরিবেশন করা যায়। সংবাদটি পাঠককে জানানো কতটা জরুরি, আদৌ বিলম্ব করা উচিত হবে কিনা বা সংবাদটির রচনাশৈলী কেমন হবে ইত্যাদি বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে সংবাদটি গরম না নরম— কী হিসাবে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিনের অজস্র ঘটনাবলির যেগুলি তাজা সংবাদ হিসাবে চিহ্নিত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হয় তা কিছু কিছু আগে থেকেই সাংবাদিকদের জানা থাকে। কারণ, এগুলি হয় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। যেমন, কোন বড় জনসভা, বা কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতির রাজ্যসফর, ইস্টবেঙ্গল-

মোহনবাগানের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে চ্যারিটি ম্যাচ ইত্যাদি বিষয় তো পূর্বঘোষিত, আগে থেকেই জানা। সুতরাং এসব বিষয় ও সম্পর্কিত তথ্যসংক্রান্ত সংবাদ নির্ধারিত দিনে সংগৃহীত হবে এবং সেদিনই বা তার পরদিনই প্রকাশিত হবে। এগুলি সবই তাজা বা গরম খবর। আবার, যেহেতু এগুলি পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বঘোষিত, নির্ধারিত দিনের আগেই এসব বিষয়-সংক্রান্ত আগাম খবরও করা যায়। তবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রেই আগাম খবর লেখা হয়। অনেকটা, বড় কোন নাটক অভিনীত হবার আগে তার অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করার ধাঁচে অথবা 'পরবর্তী আকর্ষণ' বলে কোন সিনেমার কিছু অংশ 'ট্রেলার' হিসাবে দেখানোর কায়দায় এসব আগাম খবর করার রেওয়াজ আছে। এ ধরনের খবরকে বলা হয় 'কাটেন রেইজার'। প্রস্তাবিত রাজনৈতিক বৈঠক বা দলীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রণকৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দলের তৃণমূলস্তরে ইতোমধ্যেই তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কাটেন রেইজার' হতে পারে। আর এ ধরনের খবর তাজা বা গরম খবর হিসাবেই বিবেচিত ও পরিবেশিত হয়। শুধু রাজনীতি-সংক্রান্ত খবরই নয়, যে কোন বিষয় নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কাটেন রেইজার' সংবাদ লেখা যায়।

যে কোন বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের অনুসারী সংবাদ বা 'ফলো-আপ' নিউজ লেখা হয়। অর্থাৎ প্রথম দিন কোন একটি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও একই বিষয়ে নানা অজানা বা নতুন তথ্য সংগ্রহ করে পরের দিন (বা প্রয়োজনে আরও কয়েকদিন) আরও সংবাদ লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদকে অনুসারী বা অনুসরণকারী সংবাদ বলে। কেন বড় দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদী হামলা, মহামারী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সর্বদাই অনুসারী সংবাদ লেখা যায়। অনুসারী খবরও তাজা খবর।

এতো গেলো পূর্বঘোষিত বা আগাম-জানা বিষয়-সংক্রান্ত তাজা বা গরম (হার্ড নিউজ) খবরের কথা। এছাড়া এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানা যায় না। এসব ঘটনা আচম্বিতেই ঘটে। এগুলি প্রধানত দুর্ঘটনা। যেমন, ট্রেন দুর্ঘটনা, বিমান ভেঙে পড়া, পথ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবি ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলিকে দুর্ঘটনা বলে না, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানাও যায় না। যেমন, মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিচালনা, বিক্ষোভ আন্দোলনের হিংস্র পরিণতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কোন নামী ব্যক্তির মৃত্যু, আচমকা হরতাল, দু'দল ছাত্র বা যুবকের মারামারি, কোন প্লেন ছিনতাই (হাইজ্যাক) ইত্যাদি হঠাৎ-ঘটা ব্যাপারগুলিও তাজা বা গরম খবর। এসব খবর লেখার ক্ষেত্রে আবেদন হবে স্পষ্ট, সহজ-সরল, সোজাসাপটা।

নরম খবর বা 'সফট নিউজ'-এর মধ্যে পড়ে সেসব খবর যা দু'দিন পরে ছাপলেও ক্ষতি নেই। আর পড়ে 'ফিচার'। ফিচার ভিন্নস্বাদের, ভিন্নশৈলীর সংবাদ-লিখন যা মানুষের মন কাড়ে, যা জানতে মানুষ উৎসুক, আগ্রহী এবং যা জেনে মানুষ উপভোগ করে। এসব খবর যতটা না সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক। কোন ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত বা রেখাচিত্র (প্রোফাইল), ব্যঙ্গরসাত্মক বা হাস্যরসাত্মক বৃত্তান্ত, মানুষের জীবনযাপনের প্রচলিত গতিধারা ও আদবকায়দার কাহিনী (লাইফ স্টাইল), নানা বিষয়-সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সমালোচনা, সামাজিক সংবাদ, ভ্রমণ ও বিনোদন বিষয়ক লেখা বা বিচিত্র বিষয়ের সংবাদনামা বা হালকা মেজাজের বৃত্তান্তগুলিই সাধারণত নরম খবর বা ফিচার হিসাবে বিবেচিত। তাৎকালিকতার বা গুরুত্বের দিক দিয়ে ভাবলে নরম খবরের স্থান গরম খবরের চেয়ে এক

ধাপ নিচে। নরম খবর সাধারণত বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণময় বিবরণ বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যা গরম খবরকে ভিত্তি করেও হতে পারে যা গরম খবর ছাড়া অন্য বিষয়ভিত্তিকও হতে পারে।

এই ব্যাখ্যা-বিবরণ-বিশ্লেষণমূলক নরম খবর বা ফিচার বৃহত্তর চিত্রপটের আপাত অমূলক সংবাদকে যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষামূলক তথ্যও পরিবেশন করে এবং একই সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পারদর্শিতায় পাঠকদের আনন্দ বর্ধন করে। নরম খবরের বিষয়ের অন্ত নেই। দৃশ্যমান জগতের সমস্ত বিষয় নিয়েই নরম খবর লেখা যায়, লেখা হয়। আবার, যা অদৃশ্য অর্থাৎ চোখের দেখা নয় বা মননের জগৎ তা নিয়েও লেখা হয় নরম খবর বা ফিচার। এই নরম খবর দু'ধরনের। সংবাদধর্মী ও মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ।

সংবাদধর্মী নরম খবর বা ফিচার কিন্তু অনুযায়ী সংবাদ বা 'ফলো আপ নিউজ' নয়। পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা এবং মূল সংবাদের পটভূমি উদঘাটন অনুসারী সংবাদের অনন্য উপাদান। "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তরসম্বলিত গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোন বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে **সৃজনশীল** ও **অধ্যাত্মীয়** (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে **তথ্য জানানো** ও **আনন্দ দান করা**। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম খবরের এখানেই পার্থক্য। এ ধরনের নরম খবরকে কিন্তু সমকালীনতা বা সময়োপযোগিতা বজায় রাখতে হবে, এবং এ ধরনের খবরে কল্পনাপ্রবণতার সুযোগ খুবই কম। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন বাধানিষেধ নেই।

মানবতাধর্মী-মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবর বা ফিচার যা যা মানুষের মন কাড়ে বা যা যা মানুষের মনকে নাড়া দেয় তাই নিয়েই লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মানুষ। এতে মানুষ থাকবে এবং মানুষের সংবেদনশীল মন যাতে নিশ্চিতভাবে সাড়া দেবে সে ধরনের একটি কাহিনী বা বৃত্তান্ত থাকবে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবরে থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানের রূপরেখা, থাকবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। গল্পের মতো এই খবরের শুরু, মধ্যপর্যায় ও সমাপ্তি থাকবে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এ ধরনের নরম খবর বা ফিচারের অবস্থান অনেকটা খবর ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি কোনও একটা জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের খবর হচ্ছে ঘটনাভিত্তিক ছোটগল্প। এবং তা সরাসরি বলা। এ ধরনের খবরের মূল উপাদান:

- মানবিক আবেদন — এই ধরনের নরম খবর বা আখ্যান মানুষের মনকে নাড়া দেবে।
- ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা — এই আখ্যান এমন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করবে যাতে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা মানুষের কাছে আকর্ষণীয়।

- ব্যক্তিত্ব — এ ধরনের আখ্যানে ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। অসামান্য বা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা থাকলে এই আখ্যান আরও বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।
- দৃষ্টিকোণ — বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হলে আখ্যানের বাঁধুনি মানুষের আগ্রহ বাড়িতে তোলে।
- গতিশীলতা — এ আখ্যান হবে প্রাণবন্ত। আখ্যানে উল্লিখিত যে সব ব্যক্তিত্ব, তাঁদের কর্মচঞ্চলতায় আখ্যান যেন প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে।
- অনন্যতা ও সর্বজনীনতা — আখ্যানে যেন অনন্যতা বা ভিন্নতা থাকে, আবার একই সঙ্গে তার যেন একটা সর্বজনীন আবেদন থাকে।
- গুরুত্ব — কোনও বিষয় বা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈকট্য, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা থাকলে এ ধরনের আখ্যানের গুরুত্ব বাড়ে।
- উৎসাহবর্ধন — আখ্যান যেন মানুষের মনকে নাড়া দেয়, ঠিক যেমন আখ্যানের বিষয়টি সাংবাদিকের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার বা আখ্যানের বিষয় বা চরিত্রের নানা রূপের যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, পাঠক যেন সেই আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে একাত্ম বোধ করে। আনন্দ, বিষাদ, ভয়, উত্তেজনা, কৌতুক, রাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি কত রকমই না আবেগ ও অনুভূতি এ ধরনের ফিচারে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে পাঠকের একাত্মবোধ এমনই হয় যে, পাঠক যেন নিজেই আখ্যানে বর্ণিত বিষয়ের এক সক্রিয় অংশীদার। উক্ত নাটক বা ছোটগল্পের সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। রচনাশৈলী বা লিখনভঙ্গি ও অনন্য বা অদ্ভুত বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনের ওপরই মূলত নির্ভর করে এ ধরনের ফিচার বা আখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা। মানুষ নিজে যে ব্যাপারে জড়িত, তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যে ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে সে জানতে চায়। সে নিজের কথা জানতে-শুনতে চায়। সে অপরের কথা জানতে-শুনতে চায়। না-বলা কথা, না-জানা কাহিনী শুনতে/জানতে চায়। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবরের বিন্যাস সাধারণত বৃত্তান্তমূলক। অনেকটা গল্পকথনের রূপ। আর সেই কারণেই এ ধরনের সংবাদের সময়োপযোগিতা বহুলাংশেই গৌণ হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অনেক আখ্যান বা ফিচারের আকর্ষণ কালাতীত বা চিরন্তন।

অনেক ভালো ভালো আকর্ষণীয় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচারের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ — বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা (যেমন থ্যালাসেমিয়াগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শিশু)। এছাড়া আছে বড় বড় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট নজর এড়িয়ে যাওয়া কাহিনী, কোনও নামী মানুষের ছেলেমানুষী শখ বা বিশেষ কোন জিনিসের প্রতি লোভ। বহুরূপী, মুশকিল আসান, ভালুক নাচ, বাঁদর খেলা, ফুটপাথের আর্টিস্ট, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা যায় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার। এ ধরনের ফিচারের বিষয়ের কোনও অন্ত নেই।

সংবাদভিত্তিক ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের ফিচার আছে। যেমন, সমীক্ষা, সমালোচনামূলক ফিচার, বর্ণময় বর্ণনামূলক ফিচার, মতামতধর্মী ফিচার, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানভিত্তিক ফিচার, আবহাওয়া বা বিশেষ ঋতু সম্পর্কিত ফিচার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ফিচার, বিজ্ঞানভিত্তিক ফিচার, পটভূমি

বা প্রেক্ষাপটভিত্তিক ফিচার, সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার, ভ্রমণমূলক ফিচার, ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ফিচার, খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার, ব্যক্তিভিত্তিক ফিচার, জনসেবামূলক ফিচার, ধর্ম বা রাজনীতিভিত্তিক ফিচার ইত্যাদি।

লিখনশৈলী ও লেখার প্রণালী বিষয়বিশেষে ভিন্ন। তার ওপর আছে ফিচার লেখকের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও বিষয়ে ফিচারের ভূমিকা বা মুখবন্ধ বা সূচনা কী হবে তারও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাধারণভাবে ফিচারের ক্ষেত্রে কয়েকরকম মুখবন্ধের প্রচলন আছে। যেমন, সারাংশ মুখবন্ধ (সামারি লীড), প্রত্যক্ষ মুখবন্ধ (ডাইরেক্ট লীড), প্রশ্নমূলক মুখবন্ধ (ক্যোইস্চ্ন লীড), বর্ণনামূলক মুখবন্ধ (ডেসক্রিপ্টিভ লীড), বিস্ময় বা চমকধর্মী মুখবন্ধ (ট্রেজার লীড), উক্তিমূলক মুখবন্ধ (কোটেশান্ লীড), অদ্ভুত বা উদ্ভট মুখবন্ধ (ফ্রীক্ লীড) ও সম্মিলিত মুখবন্ধ (কম্বিনেশন লীড)।

যে ধরনেরই ফিচার হোক আর যেমনই হোক সে ফিচারের মুখবন্ধ বা সূচনা, সবরকম ফিচারেরই গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে কয়েকটি শর্তের ওপর। সেগুলি হচ্ছে ভাষার গুণগত মান, যুক্তিগ্রাহ্যতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সত্যতা, মানবিকতা ও সামগ্রিক সামঞ্জস্য বা সমন্বয়।

খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন (Changing Pattern of News Coverage) :

খবর লেখার প্রকরণ বা রীতি-পদ্ধতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পরিবর্তিত রুচি পছন্দ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলেই প্রতিবেদন প্রচারে অবিরাম পরিবর্তন।

এমন একটা সময় ছিল, যেমন ধরা যাক সদ্যসমাপ্ত বিশ শতকের সাতের দশকের শুরু পর্যন্ত, যখন সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইথার তরঙ্গে বাহিত রেডিও স্টেশন প্রচারিত নিউজ বুলেটিন। সেটাও ছিল দিনে রাতে হাতে-গোনা মাত্র কয়েকবার। এখন যাঁরা প্রৌঢ় তাঁদের অনেকেই সেই আমলে প্রতিদিনিই নির্দিষ্ট সময়টার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন যখন রেডিওর 'নব' বা চাবি ঘোরালে শোনা যেতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটি পরিচিত কণ্ঠস্বর—"আকাশবাণী, খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল/বিজন বসু" অথবা, পরবর্তী কোনও কালে, "খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"। তখনও দূরদর্শন চালু হয়নি। নানারকম চ্যানেলের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা সংবাদ পরিবেশনের রেওয়াজও তাই গড়ে ওঠেনি। খবর তখন ছিল অনেক সোজাসুজি এবং খবরের কাগজে ঘটনা দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি, খেলাধূলা, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি প্রায় সবরকম খবরেই সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র মূল ঘটনা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ বা টীকা-টিপ্পনীসহ তার ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকত। তখনকার দিনে পাঠকও সম্ভবত তার বেশি কিছু আশাও করতেন না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই বদলাচ্ছে এবং সংবাদপত্রগুলিকেও পাল্লা দিতে হচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলগুলির সঙ্গে। তাই কেবলমাত্র মূল খবরটুকু সরবরাহ করে আর কিছু কিছু বিশ্লেষণ পরিবেশন করেই যদি তার কাজ শেষ করতে চায় তাহলে সংবাদপত্রের বাজার হারানোর সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। এখন সংবাদপত্রগুলি তাদের সংবাদ পরিবেশনের আদলও পালটে ফেলেছে। মূল খবরের সঙ্গে বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ, তার পটভূমি, তার ভবিষ্যৎ-নির্দেশ এবং তার মন্তব্যমূলক ব্যাখ্যান। যুক্ত হচ্ছে ঘটনার থেকেও তার মানবিক দিকগুলিকে বেশি করে দেখানোর জন্য সংবাদ-সম্পর্কিত অকথিত কাহিনী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়তো কোথাও রাস্তার

পাশের জবরদখলকারীদের বে-আইনি বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে রাস্তা চওড়া করার একটা সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হল। পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ-প্রশাসন বুলডোজার, লরি, লোকজন ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কাজ শুরু করল। সংবাদপত্র আগের মতোই, ঐতিহ্য অনুযায়ী, ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিল। যেমন, কতগুলি ঘরবাড়ি ভাঙা হল, কতজন বাধা দিতে এসে গ্রেফতার হল, কতজন বা পুলিশের লাঠিতে আহত হল, উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির কোথাও কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল কিনা, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ বিষয়ে কী বলল বা কী করল ইত্যাদি। একই সঙ্গে দেখা গেল, এসব খবরের পাশাপাশি আলাদা একটি খবরে তুলে ধরা হল কেমন করে কয়েকটি শিশু ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনছে তাদের পড়াশুনার বা খেলাধূলার সামগ্রী বা কোন মা তার সন্তানদের খেতে দেওয়ার অতি সাধারণ তৈজসপত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

এরকমভাবেই খবরের অন্যান্য দিকগুলিতেও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে সংবাদপত্র ক্রমশই আরও ব্যাপক ও মনোহারী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন খেলাধূলা আজকাল সরাসরি টিভির পর্দায় মানুষ দেখতে পায় বলে সেসব খেলাধূলার ফলাফলের থেকেও সংবাদপত্র বেশি করে আলোচনা করছে সেসব খেলার নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি, তাদের পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে তদের ভাবমূর্তি বিপণন বা ইমেজ মার্কেটিং পর্যন্ত। যে সমস্ত বিষয়ে মানুষকে নিত্যদিনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় খবরের কাগজে সেগুলি আজকাল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পৌরসেবা বা পুর-পরিষেবা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আজকাল বিস্তারিত খবর পরিবেশন করা হচ্ছে। এবং সে কারণেই, পরিবর্তিত প্রয়োজনবোধে, খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.৩ সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা (Style and Approach)

খবর লেখার পদ্ধতি বা শৈলী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অথবা বলা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতির খবর লেখার নমুনা নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি নির্দিষ্ট শৈলীকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খবর অবশ্য ঠিক কীভাবে লেখা যেতে পারে তা নিয়ে কখনই শেষ কথা বলা যায় না। কারণ, যতই নতুন নতুন সাংবাদিক আসবেন ততই নতুন নতুন ভাবে খবর লেখার চেষ্টা চলতেই থাকবে। প্রতিটি সাংবাদিকের লেখাই তাঁর স্বকীয়তায় বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশ করতে পারে এবং তা করে চলেছেও। কারণ, আমরা সকলেই জানি— "Style is the man" অর্থাৎ শৈলীই হচ্ছে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ।

এসব সত্ত্বেও সাংবাদিকতা শুরু করার মুখে কয়েক রকম লেখার পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা খুবই আবশ্যক। একটি একটি করে সেগুলির কথা বলা যাক।

প্রথমেই আসবে সেই চিরায়ত বা সাবেকি শৈলী যার গড়ন অনেকটা ইংরাজি "T" এর মতো। অর্থাৎ খবরের শুরুর দিকে মূল বক্তব্যটি বা খবরটি প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে বন্দী করার কাঠামো। যেমন, "অনেক আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আজ প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ১০ জন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৫০ জনকে"।

এ রকমভাবে লেখা খবরে মূল বক্তব্যটি রাখা হয় একেবারে শুরুর প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদে এবং খবরের বাকি অংশ— যেমন, ভোটদানের শতকরা হার, ঘটনা-দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে লেখা হয়।

সংবাদ রচনার নানা কাঠামো বা নির্মিতিকে বিশেষজ্ঞরা জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। এই জ্যামিতিক নির্মিতি কৌশল জানা থাকলে সংবাদ পরিবেশনের সঠিক রীতিটি বা বিন্যাসভঙ্গিটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সংবাদ-বিন্যাসভঙ্গিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ছকে ভাগ করা যায়। সোজা কথায় সংবাদটিকে কীভাবে সাজানো হবে—প্রথমে বা মুখবন্ধে কী লেখা হবে, তারপরই বা মধ্য অংশেই বা কী থাকবে, আর সব শেষে বা উপসংহারেই বা কী লেখা হবে ? এই সংবাদ সাজানোর কায়দা বা বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক হচ্ছে পিরামিড, উল্টো পিরামিড, ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স, পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয়, রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয়, বালি-ঘড়ি সদৃশ, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি।

● **পিরামিড (Pyramid) :**

চিত্র ১

ছোটখাট সাধারণ মানের খবরগুলি প্রধানত পিরামিডের মতো আকৃতিরই হয়। এসব খবরে মুখ্যত একটি বিষয়ই থাকে এবং এর মুখবন্ধ বা ইনট্রোও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুরুত্ব অনুযায়ী সংবাদের বাকি অংশটুকু ধাপে ধাপে যুক্ত হয় ও কাহিনী বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু খবরের বক্তব্যটিই ছোট এবং মূল খবরটি প্রথমেই থাকছে, তাই প্রয়োজনবোধে লিখিত খবরটির নিচের অংশ ইচ্ছামতো ছোট করা যায়। এই নিচের অংশেই থাকে মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি খবর যা ক্রমেই বিস্তারলাভ করে। প্রয়োজনে এই নিচের অংশকে ছোট করা হয়। কিন্তু খবরের কাঠামোটা জ্যামিতিক কল্পনায় পিরামিডের মতোই থাকে (চিত্র ১)।

● **উল্টো পিরামিড (Inverted Pyramid) :**

ঘটনার ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্রম-অনুসারে ছোটগল্পের শেষ পরিণতিতে বা উপসংহারে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি। গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে বিন্যাসের ধাঁচটি ছোটগল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চিত্র ২

অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তব্যটি খবরের শুরুতেই বলতে হবে। এবং বাকিসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সাজনো হবে তাৎপর্যের অধঃক্রম অনুযায়ী। সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি আসবে সংবাদের সর্বশেষ পর্যায়ে। এ ধরনের নির্মিতিকৌশল বা বিন্যাসভঙ্গির নাম জ্যামিতিক কল্পনায় উল্টো পিরামিড। সংবাদলিখনের এই কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত ও সবচেয়ে নিরাপদ। খবর লেখার সনাতন ধারায় এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো বলে বিবেচিত। সংবাদপত্রের মুদ্রণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং সংবাদ লিখতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এবং সর্বদাই সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা, সময়োপযোগিতা ও পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে।

এইসব মাথায় রেখেই উল্টো পিরামিডের কাঠামোর কল্পনা। পিরামিডের সমস্ত শক্তি তার অধোভাগে বা তলদেশে। উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় শক্তি হচ্ছে তার শুরুর কথাতেই। অর্থাৎ খবরে সূচনাতেই (ইনট্রো বা লীড) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছুটা বিবরণ দেওয়া হয়। এই লীড (সূচনা বা মুখবন্ধ) একটি অনুচ্ছেদেও হতে পরে অথবা, প্রয়োজনে, তিন চারটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে। অর্থাৎ খবরের প্রথম দিকটি হয় প্রসারিত বা ছড়ানো। এবং তারপর ধীরে ধীরে কাহিনীকে গুটিয়ে আনা হয় ও প্রয়োজনে নিচের অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদের তিনটি অংশ বা পর্যায় থাকে। প্রথমে লীড বা সূচনা। যে কোন সংবাদের প্রথম কয়েকটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ হচ্ছে সেই সংবাদের লীড। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংবাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য লীডের মধ্যে থাকবে। মোটামুটি এই লীড থেকেই পুরো সংবাদটি জানা যায়। সংবাদ সংস্থা প্রেরিত কোন কোন সংবাদের লীড অনেক সংবাদপত্রেই সংক্ষিপ্ত সমাচার হিসাবে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যমাংশে লীডের সমর্থনে বা লীডের জোর বাড়ানোর জন্য সেসব বিষয় নিয়ে লেখা হবে যা যথেষ্ট অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপরিহার্য নয়। যেমন, কোনও সংবাদের সূচনায় যদি খুন সম্পর্কে পারিবারিক কলহকে কারণ হিসাবে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যমাংশে সেই কলহ-সংক্রান্ত সাক্ষীর বক্তব্য, মৃতদেহটি ঠিক কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপর কতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল, বাড়িতে কেউ ছিল কিনা, কজন ঝি-চাকর সেই বাড়িতে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়গুলি ইঙ্গিতপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির সবগুলিই যে অপরিহার্য তাও নয়। তৃতীয় বা শেষ অংশকে বলা হয় 'ঠিক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়'। অর্থাৎ এই অংশটিকে যে কোনও সময়ে বাদ দেওয়া যায়। এবং সাধারণত খবরের কাগজে ছাপানোর সময় স্থান সংকুলান না হলেই খবরের এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। ইংরাজিতে খবরের এই অংশটিকে বলা হয় 'ইকস্‌পেন্ডেবল্ এন্ডিং' অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপসংহারটিকে ত্যাগ করা যায় বা বাদ দেওয়া যায়। যেমন, খুনের খবরের ক্ষেত্রে গত দু'বছরে বা পাঁচ বছরে এই শহরে কতগুলি খুন হয়েছে, পুলিশ কতগুলি খুনের কিনারা করত পেরেছে, পারিবারিক কলহজনিত খুনের সংখ্যাই বা কত ছিল ইত্যাদি বিষয় যেগুলি বাদ দিলে মূল খবরের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না। খবরের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এগুলিকে বাদ দেওয়া যায়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোই সাধারণত গ্রহণযোগ্য। অবশ্য একশ বছর আগে বা তারও আগে যে কাঠামো প্রচলিত ছিল তা হল ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্সের মতো। বাস্তব সমস্যা এড়াতেই শুরু হয় উল্টো পিরামিড। টেরিগ্রাফ সার্ভিসের অবিশ্বস্ততার বা অনিশ্চয়তার ফলে তারযোগে পাঠানো খবরের সবটুকু খবরের কাগজে পৌঁছতই না। মাঝপথে কেটে যেতো। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য উল্টো পিরামিড কাঠামো চালু করা হয়। যার ফলে যে কোনও খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের বাকি অংশটুকু না পাওয়া গেলেও খুব একটা ক্ষতি হত না। আজকের দিনে অধিকাংশ খবরই উল্টো পিরামিড বিন্যাসে পরিবেশন করা হয়। এতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই সংবাদের প্রথম ভাগে থাকে আর সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি থাকে সর্বশেষে। এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি সাংবাদিক ও পাঠক উভয়েরই খুব পছন্দ। পাঠক যেহেতু বেশিরভাগই সংবাদপত্র পড়ার সময় খুব ব্যস্ত থাকেন, তাই তিনি চান যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও যেন খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেলা যায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে

অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনে অবশ্য এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস সবসময়ে শ্রোতা-দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেহেতু কোন খবরই সাধারণত এক বা দু মিনিটের বেশি হয় না তাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ বিন্যাস ভিন্ন রূপের হতেই পারে। তবুও এ ধরনের বিন্যাস সকলেই পছন্দ করেন। কারণ শুরুতেই খবরটি জানা হয়ে গেলে, পরিহার্য বাকি অংশ কেউই আর দেখতে চান না (চিত্র ২)।

● **ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স (Chronological) :**

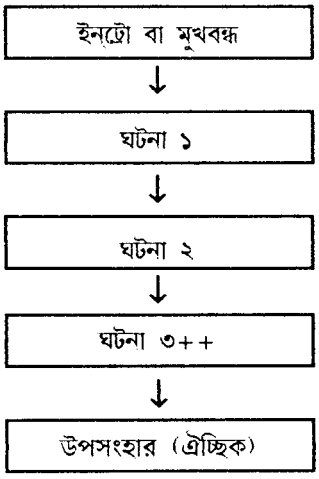

চিত্র ৩

যে ঘটনার পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সম্প্রসার ঘটেছে এবং কোন পর্যায়ই অন্য কোনও পর্যায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সে ঘটনা সম্পর্কিত খবরের বিন্যাস বা কাঠামো হবে ঘটনা-অনুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স ধাঁচের। এক অর্থে বলতে গেলে এ ধরনের খবরের মধ্যে একাধিক খবর থাকে এবং এ ধরনের খবরের লীড বা সূচনা কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। এজন্য সাধারণত এ ধরনের খবরের একটি সমন্বিত সূচনা লিখে তারপর ধাপে দাপে পরবর্তী বিষয় বা তথ্যগুলিকে সাজিয়ে দিতে হয়। এক একটি ধাপ এক একটি বাক্সের মতো ভাবলে, সব মিলিয়ে কয়েকটি সমান্তরাল বাক্সের চেহারা নেয় এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস। এই ঘটনানুক্রমিক বিন্যাসে অনেকে যেমন সমন্বিত সূচনা লেখার পক্ষপাতী, তেমনি অনেকেই আবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বাদ দিয়ে তারপর পারম্পর্য অনুযায়ী অন্য তথ্যগুলি দিতে চান যাতে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে (চিত্র ৩)।

● **পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয় :**

এ ধরনের সংবাদ বিন্যাসের রেওয়াজ এখন আর নেই। এই রেওয়াজ লুপ্ত হয়ে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, এতে সংবাদের লীড বা সূচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় যা আবার মুদ্রণ বিন্যাসে প্রসারিত আয়তক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। সূচনার পরে মূল খবরটিকে আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে ক্রমশ পিরামিডের মতো নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনকার দিনে যেহেতু দীর্ঘায়িত সূচনা লেখার চলন নেই এবং পাঠকও এ ধরনের লেখা পড়তে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না, তাই এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি বর্জিত হয়েছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪

● **রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় কাঠামো (Essay Approach or Organisation) :**

সংবাদে রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় বিন্যাস খুবই কম, বলা যায় বিরল। তবে এ ধরনের কাঠামোর লেখা প্রায়শই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, কোনও বিশেষ বিষয়-সংক্রান্ত নিবন্ধ, রবিবাসরীয় বা সাময়িকীর লেখা, ম্যাগাজিন আর্টিকল, সংবাদভাষ্য, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ লেখা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। স্কুল কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা লেখার সঙ্গে সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের রচনার একটু তফাৎ আছে। পাঠক বা

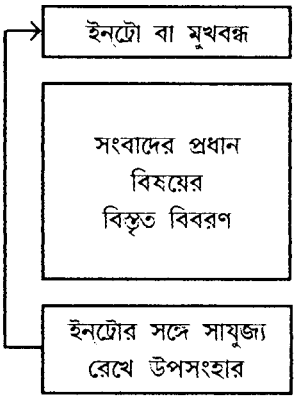

চিত্র ৫

দর্শককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বা কোন বিশেষ তত্ত্ব বা কোন মন্তব্য দিয়ে আকৃষ্ট করে তবে প্রবন্ধ ধাঁচের লেখা শুরু করতে হয়। সাংবাদিক বা লেখককে তাঁর বক্তব্য বা মন্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ও উদাহরণ দিয়ে লিখতে হবে এই রচনার মধ্যম অংশ। লেখার শেষ অংশে বা উপসংহারে লেখককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্যের সারাংশ দিয়ে গোটা বিষয়টিকে গুটিয়ে আনতে হবে। শুরুর সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকবে (চিত্র ৫)।

● **বালি-ঘড়ি সদৃশ বিন্যাস বা কাঠামো (Hourglass Organisation) :**

বালি-ঘড়ি বা আওয়ারগ্লাস (বালি ভর্তি কাচের পাত্র যার মধ্যভাগ সরু এবং ওপরের মোটা অংশ থেকে বালি একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিচের মোটা অংশে সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাওয়ার পরই পাত্রটি উল্টে যাবে ও ওপরের বালি আবার নিচে পড়বে—এরকমভাবে কার্যসাধন পদ্ধতিতে তৈরি যে ঘড়ি) যার আকৃতি অনেকটা ডমরু বা ডুগডুগির মতো সেই রকম জ্যামিতিক বিন্যাসে কখনও কখনও সংবাদ লেখা হয়। এই কাঠামোয় লেখা সংবাদের ওপরের অংশ বা লীড ও নিচের অংশ বা উপসংহার হবে প্রসারিত। মধ্যম অংশ যা তুলনামূলকভাবে সরু সেখানে কাহিনী একটি মোড় নেবে, আর এই অংশটিকে ধরে নেওয়া হবে পরিবেশিত সংবাদটির এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় উত্তরণের মধ্যবর্তী ধাপ। এই বিন্যাসে বা ধাঁচে লেখা সংবাদের জোরটা থাকে প্রধানত দুটি ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর। আর থাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড় বা বাঁক যেটা সংবাদের এক অংশ থেকে আর এক অংশে উত্তরণের একটা ধাপ, জ্যামিতিক ছকে যার অবস্থান সংবাদটির মধ্যভাগে। এই পরিবর্তনসূচক মধ্যবর্তী পর্যায়টি হতে পারে কয়েকটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ, আর এ ধরনের বাক্য বা অনুচ্ছেদ সাধারণত দীর্ঘ বা প্রলম্বিত সংবাদ-কাহিনীতেই দেখা যায়। এই অংশটিতে অনেক সময় উপ-শিরোনাম বা সাব-হেডিং দেওয়া হয়, কোনও কোনও সময় গ্রাফিক্সও ব্যবহার করা হয়, কখনও বা বক্স বা বুলেট ব্যবহার করা হয়। এই মধ্যবর্তী অংশটি হতে পারে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিতবাহী বা বিবরণমূলক কিছু ভৌগোলিক উপাদান বা হতে পারে অন্য কোনও বিষয় বা ধারার একটি ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রটি থাকবে সংবাদটির প্রধান দুটি অংশের সঙ্গে খুব শক্ত সুতোয় বাঁধা। এই ধরনের সংবাদ কাঠামোর প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিতে ঠাসা থাকে (চিত্র ৬)।

চিত্র ৬

● **ডিম্বাকৃতি কাঠামো (Goose Egg Organisation) :**

কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে সে বিষয়টি নিয়ে বৃত্তাকারে লেখার প্রথা একেবারে অজানা নয়। বস্তুত কুশলী/শৈলীনিষ্ঠ সাংবাদিক বা লেখকদের কোনও বিষয়ের উপস্থাপনা শৈলী আন্দাজ করা বড় কঠিন।

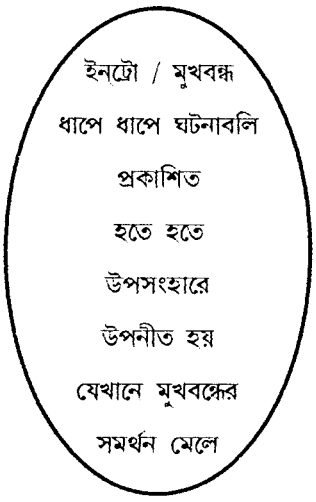

চিত্র ৭

যাঁরা খুব অভিজ্ঞ ও রীতিকুশল তাঁরা যে কোন বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ যে কোনওভাবে শুরু করতে পারেন ও তাঁদের লেখার শেষ ছত্র পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অটুটভাবে ধরে রাখতে পারেন। বহু উন্নতমানের সংবাদ, বাস্তবিকপক্ষে, বৃত্তাকারেই লেখা। তার মানে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে সংবাদ লেখা শুরু হয় এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়েছে সেটা সংবাদের উপসংহার বলা হয়। 'গুঞ্জ এগ' বা ডিম্বাকৃতি অবয়ব আসলে সনাতনী ঢঙে গল্প বলার এক পরীক্ষিত শৈলী। কোনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা মানে, প্রথম দৃশ্য শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ঘটনাবলি প্রকাশিত হতে থাকে এবং সবশেষে যে হিতোপদেশটি পাওয়া যায় তার যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন মেলে মুখবন্ধে বর্ণিত ঘটনাটি থেকেই। অর্থাৎ বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতি কাঠামোতে লেখার বা গল্প বলার রেওয়াজ সাবেককাল থেকেই প্রচলিত (চিত্র ৭)।

সংবাদ লেখার এসব কাঠামো ছাড়াও অন্য কাঠামো হতে পারে। সেটা অবশ্যই সাংবাদিকের ব্যক্তিগত লিখনশৈলীর ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া বিষয় বিশেষে শৈলী ও বিন্যাস বদলাতেই পারে।

এসব ছাড়া বড় ধরনের যে গঠনশৈলী সাধারণত চোখে পড়ে সেটা অনেকটা একটি ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বা সার্বিক বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেমন, "অনুপমের বয়স এখন দশ। তার কোন কিছুরই অভাব নেই। বাবা-মা ভালো চাকরি করেন। তার সমস্যা একটাই— তাকে মাঝেমধ্যেই পেয়ে বসে এক অদ্ভুত হতাশা। ক্লাশ পরীক্ষায় ভালো করতে না পারলেই সে বাড়ি ফিরে বসে থাকে এ কোণায়, কিছু খেতে চায়না। কখনও কখনও তার মনে হয় সবকিছু উড়িয়ে দেয় মেশিনগানের গুলিতে— অনেকটা টিভিতে দেখা নায়কদের কায়দায়।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সংবাদের মধ্য দিয়ে পাঠককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি সমসাময়িক সমস্যার দিকে। স্কুলব্যাগের বোঝায় ক্লান্ত, অত্যন্ত কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়ার ভয়ে আজকের অনেক শিশু / কিশোর / তরুণ-তরুণীই যে সমস্যার শিকার, এই সংবাদ সেই সমস্যারই ইঙ্গিতবাহী।

মানবিক উপাদান সম্বলিত এই ধরনের সংবাদ আজকাল প্রায়শই লেখা হয়ে থাকে। অবশ্যই খবর যে বিষয়বস্তুর ওপর লেখা হবে লেখার ভঙ্গি অনেকটাই তার ওপর নির্ভর করবে। কেউ যদি কোনও কঠিন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে চান, তাঁকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘু করেও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হবে। ব্যবসাবাণিজ্য বা অর্থনীতির খবরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও সবটাই নয়। কারণ, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক পরিভাষা অনেকটাই বোধগম্য, যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবসময় বলা যায় না। একথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, খবর লেখাটা হচ্ছে একইসঙ্গে পাঠককে তথ্য সরবরাহ করা এবং সেই কাজটি মনোহারিত্বের সঙ্গে করা।

লেখার ধরণ এমন হবে যা কিনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু লেখাকে বর্ণাঢ্য করতে গিয়ে ভারসাম্যহীন করে ফেলা চলবে না। লেখার ওপর দখল আনতে গেলে তাই প্রয়োজন প্রতিদিন যিনি যে ভাষায় লিখবেন

সেই ভাষায় প্রচারিত যত বেশি সম্ভব সংবাদপত্র পড়া এবং লেখার বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা। ধ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট লেখকদের লেখাগুলি পড়লেও লেখার ভঙ্গিতে একটি নিজস্বতা সহজেই জন্মানো সম্ভব।

১.৩.১ সূচনা বা ইনট্রো করার নিয়ম

কী করে 'ইনট্রো' বা সংবাদের সূচনা লিখতে হয়? পরিবেশনযোগ্য সংবাদটির সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থেকে সংবাদটির 'ইনট্রো' বা 'লীড' লিখতে হবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে 'ইনট্রো' হচ্ছে সংবাদটির সারাংশ। কর্মব্যস্ত পাঠক পুরো সংবাদটি পড়ার সময় না পেলে কেবলমাত্র ইনট্রোটুকু পড়েই যাতে প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সূচনা বা ইনট্রোতে যেন সংবাদটি-সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রশ্নগুলি হচ্ছে, 'কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে'। ইংরাজিতে এগুলিকে বলা হয় "The Three Ws : Who, What, When, Where and Why। আজকাল যদিও 'ইনট্রো' লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম বৈচিত্র্য এসেছে তবুও চিরাচরিত পদ্ধতিতে লেখা ইনট্রোতে যে ছটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকবে তা খুবই অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদি ইনট্রোতে বলা হয়, "গতরাতে প্রায় নটার সময় কাশীপুরে একদল সশস্ত্র লোক একটি ব্যাঙ্ক লুট করে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে পালায়"— তাহলেই পাঠক এক নজরে ঘটনাটি সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারবেন।

কে : কেউ না কেউ কোনরূপ ক্রিয়াকলাপ যুক্ত বা কাউকে না কাউকে ঘিরে চলে সক্রিয়তা। এই ব্যক্তি কে? কে বক্তৃতা দিলেন? কে মারা গেছেন? কে চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে? কখনও নাম হতে পারে, তাতে আবার আভিজাত্যসূচক খেতাব যুক্ত হতে, কখনও বা ব্যক্তির কোন একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকতে পারে। নামের আগে খেতাব যথা, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারক, মেয়র, উপাচার্য ইত্যাদি লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেমন, ছ-ফুট লম্বা এক নতুন খেলোয়াড়, ৩৫ বছর বয়সের এক বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক কয়েদি, ভিন রাজ্যের অসাধু কয়েকজন ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

কী : কী ঘটেছে বা কী হয়েছে? ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত এই অংশে থাকে। যেমন, খোয়া গেছে, খুন হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, পালিয়ে গেছে, গ্রেফতার হয়েছে, বাজেট পেশ হয়েছে, আয়কর বেড়েছে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে ইত্যাদি। কখনও বা কিঞ্চিৎ বিবরণ থাকে। যেমন, কার্গিল যুদ্ধে নিহত জওয়ানের স্ত্রীকে সরকার পুরস্কার দিল, উত্তেজিত জনতা ইটপাটকেল ছোঁড়ে ও অফিস ঘর ভাঙচুর করে, গ্রাম থেকে শহরের আদালতে মামলা করতে আসা এক প্রৌঢ় প্রতারিত ইত্যাদি।

কেন : কোনও কোনও সময় খবরের ইনট্রোতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ একটা ঘটনা কেন ঘটলো সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে জানা বা বোঝা যায় না। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যায়, যেমন চালক গাড়িটির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বলেই দুর্ঘটনাটি হয়, প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে ছিল বলে কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্রের আবার পরীক্ষা হবে ইত্যাদি।

কবে / কখন : দৈনিক সংবাদপত্রে সাধারণত সপ্তাহের কোন দিনে ঘটনাটি ঘটেছে তার উল্লেখ করা হয়। পাঠকের কাছে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক, যেমন কোথায় ঘটেছে সেটাও খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। কখনও

কখনও নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে, যেমন শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ যখন সব অফিস কাছারি বন্ধ হয়ে গেছে তখন দুর্বৃত্তরা এসে হানা দেয়, বুধবার লাঞ্চের সময় সবাই যখন অফিস থেকে বেরোতে শুরু করে ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে প্রতারকটি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে ইত্যাদি।

কোথায় : কোলকাতায় না হাওড়ায় না নদীয়ায়— ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে না বললে সংবাদটি পাঠকের কাছে খুব বিভ্রান্তিকর মনে হবে। আবার শুধু কোলকাতায় বললেও ঘটনাস্থলটি পরিষ্কার হবে না, কোলকাতার কোথায় অর্থাৎ কোন রাস্তায়, এমন কি সম্ভব হলে সেখানকার উল্লেখযোগ্য কোন বাড়ি বা লাইব্রেরি বা স্মৃতিস্তম্ভর কাছে কিনা জানাতে পারলে পাঠক খুব খুশি হয় ও খবরটি সম্বন্ধে আরও বেশি আগ্রহী হয়।

অনেক সংবাদপত্রই সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার স্থান ও কাল অর্থাৎ কোথায় ঘটেছে এবং কবে ঘটেছে তা লেখে না। এই সংবাদপত্রগুলি লেখে, আজ এখানে বা গতকাল এখানে। এই সংবাদপত্রগুলি ডেটলাইন ব্যবহার করে। অর্থাৎ এসব সংবাদপত্রের প্রতিটি প্রকাশিত সংবাদের প্রথম ছত্রের শুরুতেই একটি জায়গার নাম ও একটি তারিখ (অর্থাৎ যেখান থেকে যেদিন সংবাদটি লেখা হচ্ছে) উল্লেখ করা থাকে— সেটিকেই বলা হয় ডেটলাইন। যেমন— দিল্লি, ডিসেম্বর ২৫ বা কোলকাতা, জানুয়ারী ১২।

কীভাবে : ঘটনাটি কীভাবে ঘটলো তা সাধারণত প্রকাশিত সংবাদটির মধ্য অংশে বিস্তারিতভাবে বলা থাকে। তবুও তার একটা ইঙ্গিত সংবাদের ইনট্রোতে থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বহুতল বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করার এক অভিনব পরিকল্পনা চালু করতে চলেছেন শহরের মেয়র অথবা বকেয়া বিক্রয়কর কীভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে স্কুলের মিড়-ডে মিল চালু করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসতে চান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, স্কুল শিক্ষক মন্ত্রী ও বাণিজ্য-কর মহাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

সংবাদের লীড বা ইনট্রোতে যদিও "কে কী কেন কবে কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তর থাকাটা কাম্য, সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে খবরের সূচনা যেন তালগোল পাকানো শ্রুতিকটু বাক্যের সমষ্টি হয়ে না দাঁড়ায়। সংবাদের ভাষা হবে নির্ভুল, সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধারণের বোধগম্য। সব প্রশ্নের উত্তর যে একটি বাক্যের মধ্যেই থাকতে হবে বা সব প্রশ্নের উত্তর যে প্রথম প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদেই থাকতে হবে তাও নয়। ইনট্রো বা লীড এক প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে তিন-চার প্যারাগ্রাফও প্রয়োজনবোধে হতে পারে। পাঠক যেন একবার পড়েই খুব সহজে সংবাদটি বুঝতে পারে।

১.৪ সারাংশ

সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিষয়ের সংবাদ ও প্রতিবেদন অংশটি আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি বিবৃত অংশে যা বলা হয়েছে তার সার কথাটি কী।

মূল পাঠে সংবাদ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগই মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ, তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। তথ্যই শক্তি। তথ্যই সংবাদের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিনিয়তই এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে। সংবাদের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। সংজ্ঞা যাই হোক, সংবাদের বিষয়বস্তু সব সময়ই হবে নতুন, সময়োপযোগী, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক।

নানা উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তথ্যরাজি, যার ভিত্তিতে লেখা হয় সংবাদ। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে বলা হয় রিপোর্টার বা প্রতিবেদক। আর, সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তা হচ্ছে সংবাদ, প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন হতে পারে সোজাসাপটা গরম খবর (হার্ড নিউজ) বা ভিন্নস্বাদের ভিন্নশৈলীর নরম খবর (ফিচার)।

খবর লেখার রীতি-পদ্ধতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে। সংবাদ রচনার কাঠামো বা বিন্যাসভঙ্গিও নানারকম হয়। সূচনা বা মুখবন্ধ, মধ্যাংশ ও উপসংহা— সংবাদ এই তিনটি অংশে বিন্যস্ত থাকে। সূচনা বা ইনট্রোতেই "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তর বা সংবাদটির সারাংশ বোঝা যায়। কর্মব্যস্ত পাঠক যেন দ্রুত একনজরে ইনট্রোটুকু পড়েই প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সংবাদের ভাষা এমন সহজ ও সুখপাঠ্য হবে যে তা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু কোনওভাবেই সংবাদের ভাষা যেন ভারসাম্যহীন না হয়, এবং নিরপেক্ষতা না হারায়।

১.৫ অনুশীলনী

১) সংবাদ কাকে বললে বা সংবাদের সংজ্ঞা কী?

২) প্রতিবেদন কাকে বলে?

৩) সংবাদের উৎস কী বা সংবাদ কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

৪) সংবাদ কত রকমের হয়? সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।

৫) হার্ড নিউজ ও সফ্‌ট্ নিউজ বা গরম খবর বা নরম খবরের পার্থক্য কী?

৬) সংবাদধর্মী ফিচার কাকে বলে?

৭) ফিচারের মূল উপাদান কী?

৮) সংবাদ লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।

৯) সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০) সংবাদ পরিবেশনের রীতির বা সংবাদের বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক কত রকমের হয়। বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১১) কীভাবে সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো' বা সূচনা/মুখবন্ধ লিখতে হয়? বা
যে ছ'টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো'তে পাওয়া উচিত সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

একক ২ □ সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

২.২.১ রাজনৈতিক প্রতিবেদন

২.২.২ সংসদ / বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.৩ নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদন

২.২.৫ আইন আদালত-সংক্রান্ত সংবাদ

২.২.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিবেদন

২.২.৭ উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.৮ খেলাধূলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.৯ ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.১০ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদন

২.২.১১ পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.২.১২ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

২.৩ সারাংশ

২.৪ অনুশীলনী

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে সংবাদের পরিধি অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

২.১ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠ করলে বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ ও সেইসব সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার

সচেতনতা বাড়বে। রাজনৈতিক সংবাদ, আইনসভা-সংক্রান্ত সংবাদ, নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত সংবাদ বা অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদ, অর্থনীতি ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা খেলাধূলা ও ফ্যাশন বা বিজ্ঞান ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ বা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ক সংবাদের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হবে এবং এইসব বিষয় নিয়ে যথাযথ অনুশীলন করলে আপনারাও এইসব নানা বিষয়ের ওপর খুব ভালো ভালো সংবাদ লিখতে পারবেন।

২.২ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

২.২.১ রাজনৈতিক (Political) প্রতিবেদন

একথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি যেহেতু মোটামুটিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। এই রাজনীতি কিন্তু আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে রাজনীতি বা পলিটিক্স-এর কথা পড়েছি তার থেকে আলাদা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতির তত্ত্বগত দিকগুলি আলোচনা করা হয় আর সংবাদপত্র রাজনীতির ফলিত বা ব্যবহারিক দিকটিতেই বেশি আগ্রহী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিতে অংশ নেয় বহু রাজনীতিক দল। সেই দলগুলির কোনটি থাকে শাসন ক্ষমতায়, কোনটির বা ভূমিকা হয় বিরোধীদলের। সংবাদপত্র শাসক ও বিরোধী এই দুই দলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে বা সেটাই তার আদর্শ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সংবাদ লেখার সময় সদাসতর্ক থাকতে হয় যাতে বিভিন্ন মতাদর্শগত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে পাঠককে অবহিত রাখা যায় এবং একই সঙ্গে শাসকদলের কার্যকলাপ এবং বিরোধীদলের শাসকদল সম্পর্কে সমালোচনার গতিধারা সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। সেজন্য রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয় এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মানুষের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের/নেত্রীদের সঙ্গে তো বটেই এমন কি এইসব দলের অন্যান্য স্তরের এবং গণসংগঠনগুলির নেতা/নেত্রীদের সঙ্গেও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সংবাদে মূলত প্রাধান্য পায় বিভিন্ন দলের গণকল্যাণমুখী কার্যসূচী এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত কর্মসূচী বা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কতটা তফাৎ সেটাকে মানুষের নজরে আনাটাও রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ। বিভিন্ন উপদলীয় কার্যকলাপের প্রতিও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের নজর রাখতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, রাজনৈতিক সংবাদ লিখতে গিয়ে সাংবাদিক কখনও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ বা পছন্দ অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে কোন অভিমত প্রকাশ করবেন না। তাঁর কাজ সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে দিক নির্দেশ করা, কিন্তু কখনোই কোন পক্ষ অবলম্বন করা নয়। তাঁকে সর্বদাই থাকতে হবে নিরপেক্ষ এবং বিষয়নিষ্ঠ।

২.২.২ আইনসভা (Legislative) বা সংবাদ / বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল আইনসভা। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হল সংসদ। রাজ্যস্তরে বিধানসভা/বিধানমণ্ডলী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখানে নতুন আইন প্রণয়ন করেন, কখনও আবার পুরনো আইনকে সংশোধন করেন বা বদলান সেটিকে যুগের উপযোগী করার জন্য।

এছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন যার মধ্য দিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সময়বিশেষে অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে।

আইনসভা সম্পর্কিত প্রতিবেদকের তাই আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কীভাবে বাজেট পাশ হয় বা money bill পাশ হয় সে বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। সভায় যেভাবে ভোট দেওয়া হয় বা অধ্যক্ষ যেভাবে রুলিং দেন সেসব বিষয়গুলি বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সভার মধ্যে কোন সদস্য যা হোক কিছু বলতে পারেন, কারণ তাঁর সে ব্যাপারে একটা বিশেষ ক্ষমতা বা legislative prerogative আছে। সাংবাদিকদের কিন্তু তা নেই। তাই কোনও সদস্যের কোন মন্তব্য যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয় বা কুৎসামূলক হয় তাহলে সেসব মন্তব্যকে যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে এবং মানহানি আইন বাঁচিয়ে সাংবাদিককে পরিবেশন করতে হয়।

২.২.৩ নগর ও সমাজজীবন (Civil and Social Life) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

রাজনীতির মতোই প্রশাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের একটি অন্যতম বড় উপাদান। প্রশাসনেরও আবার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন, লোকসভা বা বিধানসভার শাসকদল যেভাবে সরকার পরিচালনা করে সেটি যেমন প্রশাসনের মূল অংশ, তেমনই কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাগুলিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে খবর লিখতে গেলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ (যেমন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিবহণ, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি) বা দফতরের দৈনন্দিন ভিত্তিতে যে সব কাজগুলি হয় সেগুলি থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্যগুলি তুলে এনে পাঠককে অবহিত করাও সাংবাদিকদের কাজ। এইসব খবর কখনো বিভাগীয় মন্ত্রী বা কোন উচ্চ-পদাধিকারী কর্তাব্যক্তির সাংবাদিক বৈঠক বা বিবৃতির মাধ্যমে হতে পারে, আবার কখনো বা সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমেও এইসব তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ পরিবেশন করেন।

অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বা বিভাগীয় কর্মকর্তা যে বিষয়টিতে জোর দিয়ে বলতে চাইলেন সে বিষয়টি সংবাদ হিসাবে ততটা গুরুত্ব পেল না, গুরুত্ব পেল তাঁর বক্তব্যের এমন একটা দিক যার ওপর তিনি আলোকপাত করতে চাননি কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসার জোরে সেটাকে বার করে আনতে পেরেছেন। এতে মন্ত্রী বা তাঁর অফিসার অসন্তুষ্ট হলেও সাংবাদিক নাচার। গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখাটা সাংবাদিকের কাজ। একথা তো সকলেরই জানা যে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রে অলিখিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ষাট শতাংশ সাফল্যকে মন্ত্রী বা অফিসার অর্থাৎ সরকার তুলে ধরতে চাইলেও সাংবাদিক যদি চল্লিশ শতাংশ ব্যর্থতা তুলে ধরতে চান তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকারি বিভাগীয় খবর করতে গেলে বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর সরকারি ঘোষণা ভালো করে সাংবাদিককে মনে রাখতে হয়, বা প্রয়োজনে লিখে রাখতে হয়, এবং দেখতে হয় সেইসব ঘোষিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ে এবং বরাদ্দ অর্থসীমার বা বাজেটের মধ্যে শেষ হল কিনা। না হয়ে থাকলে তার সমালোচনামূলক লেখা এবং ব্যর্থতার জন্য দায় কার সে সম্পর্কে খবর লেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় না প্রশাসনের উচ্চতম পর্যায়ে হয়তো অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু মাঝের বা নিচের স্তরের আধিকারিক বা কর্মীদের দীর্ঘসূত্রিতায় বা অবহেলায় তা কার্যকর করা হয়নি যার ফলে হয়তো

কোন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বা শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতাগুলিও খবরের বড় উপাদান। সরকারি সাফল্য বা উন্নয়নমূলক যা কিছু কাজ সেগুলিও নিঃসন্দেহে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এগুলি সাধারণত সরকারি প্রচার মাধ্যমের দৌলতেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তবুও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নমূলক সংবাদের ওপর সাংবাদিকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কখনও কখনও সাফল্যের সংবাদ, তা সে সরকারি বা বেসরকারি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, প্রকাশিত হলে শ্রমিক-কর্মীরা খুবই উৎসাহিত হন ও কাজের গতি অব্যাহত থাকে।

মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার বিচ্যুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উপাদান, তেমনই নাগরিক অধিকার, নাগরিক কর্তব্য এবং নাগরিক সুখসুবিধা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে অবহেলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাংবাদিকের কাজ হবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা, আবার একইভাবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

২.২.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি (Crime and Corruption) বিষয়ক প্রতিবেদন

আইনের বাইরে গিয়ে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিসাধনকর যেসব কাজকর্মগুলি মানুষ করে সেগুলিই অপরাধ ও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

অপরাধ লঘু অথবা গুরু তা ঠিক করা হয় সাধারণত সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার ওপর। যেমন, খুন জখম যে রকম অপরাধ, চলন্ত বাসে কেউ পকেট মারলে তা ঠিক সেই মাপের অপরাধ নয়। আবার সভ্য জগতে কেউ কাউকে অপমান করাটাও এক ধরনের অপরাধ।

অপরাধ দমনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা আছে। পুলিশবাহিনীর একটি সদর দফতর থাকে, যার অধীনে বিভিন্ন শাখা অফিস এবং থানাগুলি থাকে সাধারণ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। প্রতিটি সংবাদপত্রই সেজন্য নিয়মিত এক বা একাধিক সাংবাদিককে নিযুক্ত রাখে শহর ও গ্রামের নানারকম অপরাধের খবর সংগ্রহ করার জন্য। এইসব সাংবাদিকদের কাজ হল অপরাধ দমনের কাজে নিযুক্ত যে সব পুলিশ অধিকর্তা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে লেখা। অন্যরকম বলতে এটাই বোঝায় যে, অপরাধ যেহেতু মানুষের ব্যতিক্রমী কাজ তাই সে ব্যাপারে মানুষের জানার আগ্রহ বা কৌতূহল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। দেখা যায় কখনও কখনও কোন চুরির ঘটনার থেকেও কী কৌশলে সেই চৌর্যবৃত্তিটি সম্পন্ন হয়েছে তার বিশদ বিবরণ এবং সেই চোরকে ধরতে গিয়ে পুলিশ যে পাল্টা কৌশল ব্যবহার করে সেই কাহিনী অনেক বেশি চাঞ্চল্য জাগায় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে কোন হত্যার থেকে তার কৌশল বা ছকের নতুনত্ব বা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা কুশলী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকে লেখায় অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে এবং তা সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

দুর্নীতি সাধারণত চোখের আড়ালেই ঘটে থাকে। অনেক সময় তার নথিপত্র সাংবাদিকরা পরিশ্রম করে এবং সংবাদসূত্রের জোরে জোগাড় করে থাকেন। এঁদের দক্ষতা তাই প্রশ্নাতীত। যে সমস্ত সাংবাদিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আনেন তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তার মধ্যে প্রধান হল হিসাবশাস্ত্র (Accountancy) এবং প্রশাসনিক রীতিনীতির ওপর বিশেষ দখল। একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক— সরকারি কোন বিভাগে বেশ কিছু টাকা নয়ছয় হয়েছে। অর্থাৎ যে টাকা যে খাতে খরচ

হওয়ার কথা ছিল খাতা-কলমে দেখানো হলেও তা আদৌ খরচ হয়নি। এখন, সেই টাকাটা কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে তা যদি কোন সাংবাদিক প্রকাশ করতে পারেন তাহলে একই সঙ্গে কাগজের গুণমান বৃদ্ধি পায়, সমাজের কল্যাণ হয় ও তাঁরও সুনাম বাড়ে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের খবর প্রকাশ করার পিছনে শুধুমাত্র সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসাই যথেষ্ট নয়, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র বা সংবাদসূত্র থাকাটাও খুব জরুরি। সাংবদিকের এই কাজে সরকারি অফিসার, পুলিশ, কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এমন কি আইনজীবীও সহায়ক হতে পারেন। তাই দুর্নীতির খবর যে সাংবাদিক প্রকাশ্যে আনেন তাঁর সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই অবাধ যাতায়াত থাকা চাই। আর, তার সঙ্গে চাই কঠোর অধ্যবসায়, ধৈর্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি ও গভীর মনন।

২.২.৫ আইন আদালত (Law Court) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

যে কোন শাসনব্যবস্থায়, বিশেষত গণতন্ত্রে, বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থান আছে। আইনসভা, সরকার, কোনও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা অন্য কোনও ব্যক্তির কোন আদেশ, নির্দেশ বা কাজের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বা অর্থহানি বা সম্মানহানি ঘটে তাহলে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমেই তার প্রতিকার হতে পারে। সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিং তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নতর আদালতগুলি — যেমন, মুন্সেফ আদালত, জজ আদালত, মহকুমা আদালত বা জেলা আদালতগুলির দায়রা বা Criminal বিভাগে যেমন নিত্যই বহুরকম অপরাধ, অত্যাচার বা বঞ্চনার মামলার ওপর রায় দেওয়া হয়, তেমনই রাজ্যস্তরে হাইকোর্ট একইসঙ্গে দেওয়ালি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে নাগরিকে মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর বিষয়ভিত্তিক মামলাগুলিতে রায় দিয়ে থাকেন। কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে তাই একইসঙ্গে দু-তিন রকমের দক্ষতা প্রয়োজন। অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলি সম্বন্ধে লিখতে হলে যেমন প্রয়োজন Indian Penal Code (IPC) / Criminal Procedure Code (Cr.P.C) সহ বিভিন্ন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সেইসঙ্গে মামলার গতিপ্রকৃতিকে একটু সরস ভাষায় পরিবেশন করার ক্ষমতা, তেমনই অন্যদিকে হাইকোর্টের রিপোর্টারকে বিভিন্ন দেওয়ানি আইন (Civil Procedure Code), কোম্পানি আইন, আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। কোর্ট রিপোর্টারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে আদালতের লিখিত আদেশের বাইরে গিয়ে কোনরকম বাড়তি মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করাটা গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয় এবং তা আদালত অবমাননার (Contempt of Court) আওতায় পড়ে।

২.২.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প (Economic, Business & Industry) বিষয়ক প্রতিবেদন

রাজনীতি দেশকে শাসন করে, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যোগায় অর্থনীতি। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনীতিকে দেখতে চায়। তাই রাজনীতি ও অর্থনীতির শুরু ও শেষ

খোঁজার চেষ্টা অনেকটা 'আগে ডিম না আগে মুরগি' সেই ধাঁধার মতো। সে যাই হোক, যাঁরা অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে খবর লিখবেন তাঁদেরকে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি, যেমন— মূলধন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবেই। কোনও নীতির ভালো ও মন্দ দিক, সেইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল ও বণিকসভাগুলির প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে সেইসব নীতির প্রভাব অথবা কোনও বিশেষ আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিণতিতে এ ধনের নীতি প্রণয়ন হলে তাও জানতে এবং পাঠককে জানাতে হয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। যেমন, ইদানীং ইরাকের ওপর আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম ওঠানামার প্রভাব ভারতসহ সব তেল আমদানিকারী দেশের ওপরই পড়বে। তেমনিই, আবার দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নির্মাণ (Construction) ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে ভারতের ইস্পাতশিল্পে মন্দা দেখা দেবে। তাই এই সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ খুব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করাটা অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্য জগতের রিপোর্টারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি শিল্পবাণিজ্য নীতি, ভর্তুকি (Subsidy) নীতি, বিক্রয়কর (Sales Tax) বা অধুনা আলোচিত গুণমানবর্ধিত আইন (Value-added Tax), চুঙ্গি কর (Toll Tax), ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সুদের হারের ওঠানামা, শেয়ার বাজারের সূচকের ওঠানামা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান, বিপণন, কাঁচামাল সরবরাহের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে শিল্পবাণিজ্য-অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। কাজেই এই সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের সম্যক জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

২.২.৭ উন্নয়ন (Development) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সমাজের উন্নতি বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। একদিকে যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, সেতু, পয়ঃপ্রণালী, উড়ালপুল, জলসরবরাহ, গৃহনির্মাণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গবেষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের খবর সরাসরি, অর্থাৎ প্রকল্পগুলির বিবরণ, বিস্তার, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়সহ লেখাই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিক বা development reporter-এর কাজ; অন্যদিকে তেমনই এসব কাজকর্মের ক্ষেত্রে গাফিলতি, বিচ্যুতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও মানুষকে এই সাংবাদিকরাই অবহিত করবেন।

এছাড়া যে সব উন্নয়ন মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎকে প্রভাবিত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাটাও এসব সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষের অংশগ্রহণ কীভাবে হচ্ছে তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.৮ খেলাধূলা (Sports) সম্পর্কিত প্রতিবেদন

খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিবেদন এক অর্থে একটি বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতা। সেজন্য এই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের দক্ষতা হওয়া উচিত এমনই যে তিনি যেন নিজেকে খেলাধূলার জগৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেশবিদেশের প্রভূত জনপ্রিয় খেলা, যেমন— ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, বেসবল,

ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস থেকে শুরু করে দাবা, সাঁতার, অ্যাথলেটিকস্ সহ খেলাধূলার জগতের গভীরে প্রবেশ করতে হয় ক্রীড়া সাংবাদিককে। প্রতিটি খেলাধূলার নিয়মকানুন, সেগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, পরিসংখ্যান, ক্রীড়াবিদদের অতীত ও বর্তমান profile বা ব্যক্তিচিত্র প্রভৃতি বিশদ জেনে রাখা দরকার।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খেলাধূলার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। সম্ভব হলে নিয়মিত নিজে খেলাধূলায় অংশ নেওয়া। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন কোন খেলোয়াড়ের প্রশংসা বা সমালোচনা করছেন প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ই প্রকৃত বুঝতে পারেন যে একজন খেলোয়াড় যখন নির্দিষ্ট কোনও জায়গা থেকে বল গোলে পাঠান তখন তা কতটা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আজকে টিভি-র কল্যাণে সরাসরি খেলাধূলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিককে তাই খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুশীলন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু বিষয়েই জানতে হয় এবং মাঝে মধ্যে সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করতে হয়। সেইজন্য ক্রীড়া-সাংবাদিককে খেলোয়াড়, কোচ, ক্লাবের কর্মকর্তা, মাঠের কর্মকর্তা, এমনকি মালীদের সঙ্গেও হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হয়। খেলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয় শুধু খেলাই নয়, যাঁরা খেলছেন তাঁদের ছন্দোময়তা বা ছন্দোহীনতা, তাঁদের উত্তাপ বা শৈত্য, তাঁদের ঐশ্বর্য বা দৈন্য, তাঁদের জেতার তাগিদ অথবা খেলার আগেই হার-মানা মনোভাব।

২.২.৯ ফ্যাশন (Fashion) বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়ার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সাংবাদিকতার জগতে ফ্যাশন বস্তুত সর্বকনিষ্ঠ এবং হয়তো বা সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। এই অপত্যস্নেহ কিন্তু পিতামাতার স্নেহের থেকে একটু আলাদা। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সমাজের দর্পণ বা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েই আবদ্ধ থাকেনি; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে হয়ে উঠেছে অন্যান্য পণ্যের মতোই সাধারণভাবে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। তাই তার কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান নেই। অর্থাৎ সমাজের উপরতলার অথবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধুনা যে ফ্যাশনদুরস্ত হওয়া তাগিদ রয়েছে সেটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্র পরিবেশন করছে ফ্যাশনের খবর। সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবে আজকাল অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তদের মধ্যেও ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বা তৈরি হয়েছে।

ফ্যাশন-সাংবাদিকতার জন্য তাই চাই ফ্যাশন-উদ্যোক্তা নানা ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ। এছাড়াও প্রয়োজন পেশাদার মডেল অথবা চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। আর চাই আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে ধারণা। কোন কোন আন্তর্জাতিক বা দেশি ডিজাইনাররা কখন/কোথায়/কী নতুন ডিজাইন আনছেন সেগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা এবং মডেলের ছবিসহ সেগুলি প্রকাশ করাই হল ফ্যাশন-সাংবাদিকের প্রধান কাজ। রূপচর্চা যাঁর স্বাভাবিকভাবেই আসে বা যিনি কোনও না কোন সময়ে মডেলিং বা সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম মানুষের পক্ষে ফ্যাশন-সাংবাদিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত কাজ হতে পারে। তবে, আদৌ যাঁর এরকম অভিজ্ঞতা নেই তিনিও পারবেন এই কাজ। তার জন্য চাই শিল্পীর চোখ আর ফ্যাশন-মহলে গণসংযোগ।

২.২.১০ বিজ্ঞান (Science) বিষয়ক প্রতিবেদন

এটি সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা, যদিও উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ক্রমাগত চর্চা ও পড়াশোনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে একটু কঠিন এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে ধরনের জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার সঙ্গে শুধু তার মিলিয়ে চলাই নয়, সাংবাদিককে বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে হয়।

বিজ্ঞান-রিপোর্টিং-এ সাধারণত দুটি জিনিস গুরুত্ব পায়। একটি হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন ধারণার উদ্ভব। আর, অন্যটি হল— বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে উদ্ভূত মানবকল্যাণমূলক আবিষ্কারের নতুন নতুন ঘটনা।

আধুনিক যুগে মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স্, মহাকাশ-গবেষণা, সমুদ্র-গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানীর নতুন নতুন আলোকপাত করছেন। আর, সেগুলির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক। সুতরাং সেইসব গবেষণালব্ধ ফল মানুষের পক্ষে ভালো না খারাপ সে বিষয়েও সাংবাদিককে ওয়াকিবহাল হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "ক্লোনিং" (এক প্রাণীদেহ থেকে কোষ নিয়ে অযৌন প্রক্রিয়ায় অন্যদেহে স্থাপন করে ঠিক একইরকম প্রাণী সৃষ্টি করা) নিয়ে, বিশেষ করে মানুষের "ক্লোনিং" করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে বা পারছে। এই একইরকমভাবে বিজ্ঞান-সাংবাদিক আমাদের জানান যে, কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ আরও বেশি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সুদূরের নীহারিকা থেকে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত মণিমুক্তার সন্ধান পর্যন্ত সবই ওঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়, আর তার কৃতিত্ব বিজ্ঞান-সাংবাদিকদেরই।

২.২.১১ পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ (Environment and Ecology) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(বাস্তু-পরিবেশ বা বাস্তব্যবিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়)

পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা সবসময় উপলব্ধি করতে পারুন বা না পারুন, আমাদের এই সবুজ গ্রহটিকে রক্ষা করা এবং বাসযোগ্য করে রাখার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। জাতি-রাষ্ট্রের (nation state) উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (ethnic group) স্বকীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা কখনও সীমিত করতে পারেনি পৃথিবীর আবহমণ্ডল, বায়ুস্তর অথবা মহাসাগরগুলির অবিচ্ছিন্নতাকে।

সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষি-সভ্যতা এবং তৎপরবর্তী প্রায় দু/আড়াইশো বছরের শিল্পসভ্যতার সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবী যে এক সেই ধারণা স্বচ্ছ না হলেও আজকের দিনে প্রায় সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার মানা প্রজাতির পক্ষে বিষময় হয়ে উঠছে।

একথা ঠিকই যে কয়লা বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ব্যবহার করে যন্ত্র চালিয়ে মানুষ প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করেছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু তার পরিণামে পৃথিবীর পরিবেশ হয়েছে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আমরা এখন জানতে পারছি কলকারখানার ধোঁয়ায়, মোটরযানের ধোঁয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন (ozone) স্তর ক্রমশই নিঃশেষিত হচ্ছে। যার ফলে সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির (ultra-violet ray) সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এমন সতর্কবাণীও দিয়েছেন যে, পৃথিবীব্যাপী এই উত্তপ্ততা (global warming) এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে তার ফলে মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলভাগ এমনভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যার ফলে পৃথিবীর নিচু অঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। একইরকমভাবে, সমুদ্রের জলদূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলা যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা যায় তাহলেও মানুষের এবং সমুদ্রের প্রাণিজগতের অপূরণীয় ক্ষতি অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৈলবাহী কোন জাহাজ ফুটো হয়ে গিয়ে জল যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে সামুদ্রিক জীব ও পাখি মারা যায় হাজারে হাজারে।

পরিবেশ রক্ষায় অরণ্যেরও যে একটি বিশেষ অবদান আছে সেকথা আমরা সবাই জানি। গাছ কাটা পড়লে কম বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে বাতাসে অক্সিজেন হ্রাস প্রভৃতি ঘটনা মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি।

পরিবেশ-সংক্রান্ত রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত সনদ (Charter)ও আইনকানুন আছে সেগুলিও ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। যেমন, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে, তাকে বলা হয় Earth Summit বা বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলিকে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি রূপায়ণ করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে জল, বায়ু ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে এবং শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আইন তৈরি হয়েছে। সেগুলিকে বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রে আছে Central Pollution Control Board এবং রাজ্যগুলিতে আছে State Pollution Control Board। পরিবেশ সংবাদদাতা যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খবর লক্ষ্য করে এদেশে সেগুলির প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তেমনই তিনি নিয়ত যোগাযোগ রাখবেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ রক্ষায় নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO-র সঙ্গে। তিনি যেমন লক্ষ্য রাখবেন যে কোথাও বেআইনিভাবে গাছ কাটা হচ্ছে কিনা, তেমনই তিনি লক্ষ্য রাখবেন যে কেউ কোথাও জলাজমি ভরাট করে নিয়ে বাড়ি তৈরি করছে কিনা। মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে তাই তিনি পরিবেশন করবেন দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের নির্ভীক সংগ্রাম।

২.২.১২ স্বাস্থ্য (Health) বিষয়ক প্রতিবেদন

কথায় বলে স্বাস্থ্য সম্পদ। প্রতিটি মানুষ ও জাতির সাফল্যের মূলে আছে পরিশ্রম বা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের সুস্থ শরীরের ওপর। শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। প্রতিটি মানুষ চায় সুস্থ থাকতে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে। এরই মধ্যে আবার স্বাস্থ্য সবার আগে। এই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন একদিকে সুষম খাদ্য, সক্রিয় স্বভাব ও নিয়মানুবর্তিতা আর অন্যদিকে প্রয়োজন সামাজিক ও নগরিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ভালো মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য আছে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নার্সিং হোম, প্লে ক্লিনিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাক্তারি-ব্যবসায়। এসব কিছু ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে আছে স্বাস্থ্য দফতর ও স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য দফতরের কাজ অনেক বেশি, তাই একজন প্রতিমন্ত্রীরও প্রয়োজন হয়েছে। স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার বা Directorate of Health Services-এর প্রধান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য দফতরের স্বাস্থ্য সচিব বা Health Secretary ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অফিসার বা আধিকারিক আছেন যাঁরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতর বা বিভাগ ও অধিকার বা directorate-এর বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ বদলি সব কিছু স্বাস্থ্য বিভাগ বা অধিকার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হাসপাতালের মধ্যে আবার কয়েকটি আছে যেখানে শুধু রোগর চিকিৎসাই হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে পড়ানোও হয় অর্থাৎ ডাক্তারি পড়ানো হয়। এসব হাসপাতালে যেমন একজন অধীক্ষক বা Superintendent আছেন, তেমনই একজন অধ্যক্ষ বা Principal ও আছেন। সব হাসপাতালেই বিভিন্ন রোগ বা অসুখের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং সেই সব বিভাগের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকও আছেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপযোগী হাসপাতালও আছে, যেমন—প্রসূতি হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি-হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল, স্নায়ুরোগ-সংক্রান্ত হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল ইত্যাদি। আরও নতুন হাসপাতাল ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও আছে। আবার একইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতালের ফি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ গরীব মানুষ অনেক অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনই আবার ফি না বাড়ালে সরকারের পক্ষেও হাসপাতাল চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এইসব কিছুই স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে মাথায় রাখতে হবে। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হল কিনা, দেশে বা শহরে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এলেন কিনা, কোনও হাসপাতালে নতুন ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে কিনা, চিকিৎসায় গাফিলতির ফলে কোনও হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু হল কিনা, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নিয়ে সরব বা সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিনা, কোনও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা অধীক্ষককে বদলি করা হল কিনা, কোনও হাসপাতাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে কিনা, হঠাৎ রক্তদান শিবির উদ্যোগটা কমে গেল কেন এবং প্রকৃতই সেই কারণে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে কিনা, আই ব্যাঙ্কে কেউ কর্ণিয়া দান করেন না কেন ইত্যাদি অজস্র বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে একজন স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে মোটামুটি ভালোভাবে জানতে হবে। এবং প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে মানুষকে সংবাদের মাধ্যমে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে এও জানতে হবে শহরে বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়/এলাকায় কোনও বিশেষ ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে কিনা, কোনও নির্দিষ্ট স্থানে মশার উপদ্রব বেড়েছে কিনা বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে কিনা, নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কর্পোরেশন বা পুরসভা তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কিনা, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কী বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ জানতে চায় এবং তাদের জানার প্রধান উপায়ই হচ্ছে সংবাদপত্র। সুতরাং স্বাস্থ্য-প্রতিবেদকে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে বা নতুন কোনও সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা মানুষকে জানাতে হবে। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির বা Health Camp-এর ব্যবস্থা করা হয়, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এসব স্বাস্থ্য শিবির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত